জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

পাশে সামিরুল

দিল্লিতে দেওয়াল-চাপা পড়ে নিহত বাংলার শ্রমিকদের দেহ বাড়িতে আনার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি পুরো সময় পরিবারের পাশে তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য সামিরুল ইসলাম ও রাজ্য সরকার

বৃষ্টি কমছে

ক্রমশ বৃষ্টি কমছে। আর্দ্রতা বাড়ছে। গরমও বাড়ছে। উত্তরের জেলাগুলিতে বৃষ্টি ক্রমশ কমবে। দক্ষিণের জেলায় মাঝে মধ্যে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হলেও তা ভাসিয়ে দেওয়ার মতো হবে না

মাইথন-পাঞ্চেত থেকে ছাড়া হল ৫৬ হাজার কিউসেক জল

গুরগাঁও এবং মুম্বইয়ে বাঙালি শ্রমিকদের উপর ফের অত্যাচার

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৭৯ ● ১১ অগাস্ট, ২০২৫ ● ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 79 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 11 AUGUST, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

নেত্রীর দেখানো পথে বিরোধী দলের আজ কমিশন ঘেরাও

প্রতিবেদন : আজ নয়াদিল্লির নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করবে বিরোধী দলগুলি। এসআইআরের নামে লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার যে চক্রান্ত বিজেপি ও কমিশন হাতে হাত মিলিয়ে করছে তার প্রতিবাদেই কমিশন ঘেরাও অভিযান। এই অভিযানের পরিকল্পনা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর অবস্থান হল সংসদের ভিতরে প্রতিবাদ, ওয়াকআউট, ধরনা, বিক্ষোভ চলবে। পাশাপাশি কমিশনকেও জবাবদিহি করতে বাধ্য করতে হবে। পথে নেমে আন্দোলন করতে হবে। তারই ফলশ্রুতি আজকের কমিশন ঘেরাও অভিযান। প্রতিদিনের মতো আজ, সোমবারও এসআইআর নিয়ে আলোচনার জন্য মুলতুবির প্রস্তাব জমা দেওয়া হবে তৃণমূল ও বিরোধী পক্ষ থেকে। রাজি না হলেই সেখান থেকে শুরু কমিশনের উদ্দেশে অভিযান। ২০টি রাজনৈতিক দলের কম করে ২০০ জন সাংসদ থাকবেন মিছিলে। সাড়ে ১১টার পর থেকেই কার্যত গোটা বিরোধী শিবির দিল্লির রাজপথে বিক্ষোভ দেখাবেন। তৃণমূলের সঙ্গে সুসম্পর্কের কারণেই বিক্ষোভে থাকবেন আপের সাংসদরা।

বৈঠকে অভিষেক

প্রতিবেদন : আজ, সোমবার ফের জেলাওয়ারি বৈঠকে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল থেকেই তিনি বৈঠক করবেন যথাক্রমে উত্তর দিনাজপুর জেলা ও বহরমপুরের নেতৃত্বের সঙ্গে। গত সোমবার জেলাওয়ারি সাংগঠনিক প্রস্তুতি শুরু করে প্রথমে কোচবিহার ও পরে আলিপুরদুয়ারের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন। বুধবার জলপাইগুড়ি ও মালদহ ও জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন।

ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুবদের প্রতিবাদ

রবিবার। গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের যুবদের বিক্ষোভ-ধরনা। রয়েছেন নেতৃবৃন্দ। —শুভেন্দু চৌধুরী

রক্ষাকবচেই লাগামহীন

প্রতিবেদন : দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, তাঁকে জড়িয়ে কুকথা। আর কলকাতা শহরের নগরপাল সম্বন্ধে অশালীন শব্দপ্রয়োগ। প্রকাশ্য রাজপথে। কে করেছেন? গদ্দার অধিকারী। কে তিনি? দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলার বিরোধী দলনেতা। এইসব শব্দ প্রয়োগ করার পরেও এতটুকু লজ্জা-ঘৃণা কিংবা কুণ্ঠা নেই বিরোধী দলনেতার শরীরে। শনিবারই প্রথম নয়, একাধিকবার ক্যামেরার সামনে আঁস্তাকুড়ের শব্দ উচ্চারণ করেছে গদ্দার। কেন এমন বেপরোয়া? যতবার তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়া হয়েছে, অদ্ভুতভাবে আদালত তাঁকে রক্ষাকবচ দিয়েছে।

শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া গদ্দারের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ-দৃশ্য দেখে বলেছেন, শনিবার যারা রাস্তায় ছিল তারা কেউ আন্দোলনকারী নয়, তারা ছিল আসলে দুর্বৃত্ত। যে বা যারা গদ্দারের ভাষায় কথা (এরপর ১২ পাতায়)

কড়া বার্তা কল্যাণ-কুণালের

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ—'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

বাড়াভাতে বাড়ন্ত

বাড়ন্ত ভাতে একমুঠো
উড়ন্ত ধুলো,
ক্ষমতার আস্ফালনে উচ্ছিন্ন
বিষণ্ণ চালচুলো।
চীনের দেওয়ালে আলিদাদা
সাথে অর্থানিশা।
সাগরের দুর্নীতির একমুঠো লবণ,
ডুবুরির অমাবস্যা।
নামরূপে মরীচিকা গো-ভাতা
খাবে মিহিদানা,
মৃগতৃষ্ণার ক্যারাভান হবে
ডিজিটাল সোনাদানা।
দাম্ভিক সম্রাটদের আস্ফালনে
আকাশও গম্ভীর,
দুরন্ত আকাঙ্ক্ষায় লোভাচ্ছন্ন
দুর্বিনীত সন্ধির।।
হৃদয়ে অবিরল মরুভূমি
চোখে লালসা তৃষ্ণা,
সময়ের বিচ্ছেদ মরণ,
কালজয়ী দিল্লী জ্যোৎস্না।।
শতাব্দীও আজ আশ্চর্য
অধঃপতিত মানবতা
জ্ঞানের মর্মস্থলে সংঘর্ষ,
মিনার বিহীন অসহিষ্ণুতা।

কোর্ট ও বিরোধীদের প্রবল চাপ

বিনা নোটিশে একটি নামও বাদ নয়! জানাল কমিশন

প্রতিবেদন : বিহারে এসআইআরের নামে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ! অবিশ্বাস্যকর এই ভোটার তালিকা প্রকাশের পরে কার্যত ঘরে-বাইরে চাপে নির্বাচন কমিশন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, কেন নামগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে তা আদালতকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলির টানা আন্দোলনে বিপাকে বিজেপি। অবস্থা এমন যে সংসদে আলোচনা করতেই ভয় পেয়েছেন মোদি-শাহরা। পরিস্থিতির গভীরতা বুঝতে পেরে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিল কমিশন। সেখানে কী বলা হল? একেবারে ব্যাকফুটে। (এরপর ১২ পাতায়)

রেলের ছাড়েও বাংলাকে বঞ্চনা বাঙালির দুর্গাপুজো উপেক্ষিতই

প্রতিবেদন : বাংলা-বিরোধিতা চরম পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। বাংলা ও বাঙালির প্রতি বিদ্বেষ দেখাতে গিয়ে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোকেও তারা ছাড়ছে না। কেন্দ্রের বঞ্চনা এবার ইউনেস্কো-স্বীকৃত বাংলার দুর্গাপুজোকেও। এবার রেল দীপাবলি ও ছটের রাউন্ড ট্রিপ টিকিটে ছাড় দিয়েই ক্ষান্ত হল, দুর্গাপুজোকেও উপেক্ষার খাতায় রেখে দিল তারা। দুর্গাপুজো বাংলার বড় উৎসব বলেই এই দ্বিচারিতা। তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রের এই বঞ্চনায় গর্জে উঠেছে। এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে বাংলা, বাঙালি ও বাংলা ভাষাকে অপমান করার পর, বিজেপি এখন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবকেও উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতীয় রেল দীপাবলি এবং ছটপুজোয় ভ্রমণের জন্য

টিকিটে ২০ শতাংশ ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিন্তু দুর্গাপুজোয় পরিকল্পনা করেই কোনও ছাড় না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

11 August, 2025 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯০৮
ক্ষুদিরাম বসুর (১৮৮৯-১৯০৮) আত্মবলিদান দিবস। পড়াশোনা তমলুকের হ্যামিল্টন স্কুল ও মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সংস্পর্শে এসে যুগান্তর দলে যোগদান। মেদিনীপুর মারাঠা কেল্লায় একটি প্রদর্শনীতে বিপ্লবী পত্রিকা 'সোনার বাংলা' বিলির সময় পুলিশ গ্রেফতার করতে এলে পুলিশকে পিটিয়ে পালিয়ে যান। পরে ধরা পড়লেও বয়স অল্প বলে মামলা তুলে নেওয়া হয়। ১৯০৬-এ কাঁসাই নদীর বন্যার সময় রণপার সাহায্যে ত্রাণবণ্টন করেন। অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে মারতে প্রফুল্ল চাকীকে সঙ্গে নিয়ে মজঃফরপুরে যান। তাঁদের ছোঁড়া বোমায় ভুলক্রমে মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যা নিহত হন। ১ মে, ১৯০৮-এ ওয়াইনি স্টেশনে ধরা পড়েন। বিচারের পর এদিন তিনি ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে যান।

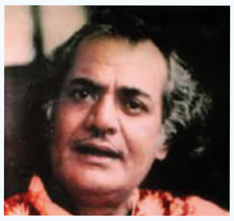

১৯২৯
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৯২৯-১৯৯২) জন্মদিন। প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী ও সুরকার। নজরুলগীতি, দ্বিজেন্দ্রগীতি, পল্লিগীতি, আধুনিক, পুরাতনী— সব রকম গানেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন। ১৯৪৫ সাল থেকে বেতারে গান গাইতেন। প্রথম প্লেব্যাক 'নবজন্ম' ছবিতে। সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ ১৯৫০-এ 'চাঁপাডাঙার বউ' ছবিতে। ১৯৭০-এ বিএফজে পুরস্কার পান।

১৯০৮
পুলিনবিহারী সেন (১৯০৮-১৯৮৪) জন্মগ্রহণ করেন। নিরবচ্ছিন্নভাবে, পরম নিষ্ঠার সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রবীন্দ্রচর্চা ও গবেষণায় এক অসামান্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন রবীন্দ্রসংগীতের ভাণ্ডারী ছিলেন, পুলিনবিহারী ছিলেন রবীন্দ্ররচনা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারী।

২০১৮
স্যার বিদ্যাধর সূর্যপ্রসাদ নাইপল (১৯৩২-২০১৮) মারা যান। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ত্রিনিদাদীয় সাহিত্যিক। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব লাভ করেন। মূলত ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতেন। ২০০১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।

১৯৪৬ প্রদীপ মুখোপাধ্যায় (১৯৪৬-২০২২)- এর জন্মদিন। অভিনয় করেছেন সত্যজিৎ রায়ের 'জন অরণ্য', 'শাখা প্রশাখা', বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'দূরত্ব', 'মন্দ মেয়ের উপাখ্যান' ঋতুপর্ণ ঘোষের 'উৎসব', 'দহন'-সহ বিভিন্ন ছবিতে।

২০০৮
অভিনব বিন্দ্রা এদিন বেজিং অলিম্পিকে ১০মি এয়ার রাইফেল বিভাগে সোনা জেতেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি অলিম্পিকে ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জিতেছিলেন। এরপর এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটান নীরজ চোপড়া, এ বছর টোকিও অলিম্পিকে বর্শা ছোঁড়ায়। এর আগে বিন্দ্রা ২০০৬-এ বিশ্ব শ্যুটিং চ্যাম্পিয়নশিপেও সোনার পদক জেতেন। এ ছাড়া কমনওয়েলথ গেমসে চারটি স্বর্ণপদক-সহ নটি পদক ও এশিয়ান গেমসে তিনটি পদক জিতেছেন তিনি।

১৮৯৭
এনিড ব্লাইটনের (১৮৯৭-১৯৬৮) জন্মদিন। এই জনপ্রিয় শিশু সাহিত্যিকের বই এখনও অবধি বিশ্বের ৯০টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বিখ্যাত রচনাগুলোর মধ্যে আছে 'নডি', 'ফেমাস ফাইভ', 'সিক্রেট সেভেন' ইত্যাদি।

১৯৫৪
যশপাল শর্মা (১৯৫৪-২০২১) এদিন লুধিয়ানায় জন্ম নেন। ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম সদস্য। দেশের হয়ে টেস্ট খেলেছেন ৩৭টি, একদিনের ম্যাচ ৪২টি। টেস্টে দুটি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন, সর্বোচ্চ রান ১৪০। গাভাসকর তাঁকে 'ভারতের সংকটজনক সময়ের ত্রাতা' বলে অভিহিত করেছেন। গত মাসের ১৩ তারিখে আমরা তাঁকে চিরদিনের জন্য হারিয়েছি।

নজরকাড়া ইনস্টা

ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

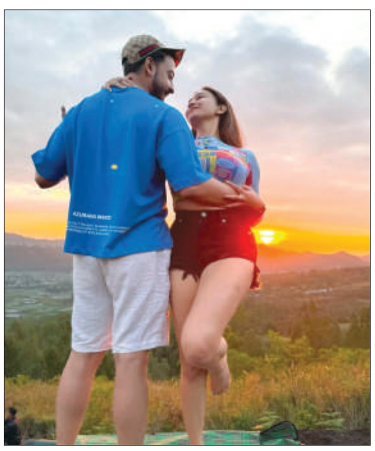

কৌশানী, সঙ্গে বনি

নুসরত

পার্টির কর্মসূচি

কোন্নগরে বাংলা ভাষাভাষীদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে মিছিল। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, স্বপন দাস প্রমুখ।

৯০ নম্বর ওয়ার্ডের রাখিবন্ধন উৎসব। উপস্থিত ছিলেন দেবাশিস কুমার, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, চৈতালী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী ও বাংলার নাগরিকদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে উত্তরপাড়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে রবিবার এলাকায় প্রতিবাদী পদযাত্রা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৭০

■	১	২		৩		৪	■
৫	■		■		■	৬	৭
৮			■		■	■	
	■	■	■	৯			
১০			১১	■	■	■	
	■	■		■	১২		
১৩	১৪	■		■		■	
■	১৫						■

পাশাপাশি : ১. দারুণ দারুণ, চমৎকার ৬. বেশি কথা বলা ৮. পাত ৯. সদয়, কৃপাযুক্ত ১০. উসকানি ১২. পেটের স্ফীতিরোগ ১৩. লাঙল, হাল ১৫. মোটাসোটা।

উপর-নিচ : ২. ব্যবসায়ী, বেনে ৩. জয়ের আনন্দ ৪. ধ্বনি ৫. চেতনাস্রোত, চেতনার অবিচ্ছিন্ন গতি ৭. বেদান্তে বর্ণিত সূক্ষ্ম দেহবিশেষ ১১. যশস্বী, বিখ্যাত ১২. উৎপত্তি, জন্ম ১৪. আঁকশি।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৬৯ : পাশাপাশি : ২. লোকগণনা ৫. রৈবতক ৬. সাধন ৭. তিরোধান ৯. হতজ্ঞান ১২. পোষিত ১৩. মাসভর ১৪. ইলেকশন। **উপর-নিচ :** ১. চরৈবেতি ২. লোকসান ৩. গমনরত ৪. নাজাত ৮. ধাতুপোষক ৯. হতমান ১০. নশ্বরতা ১১. আড়াই।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চলছে রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজের প্রস্তুতি

রাজনৈতিক ব্যর্থতাই কুকথার উৎসস্থল

সুবোধ সরকার

রাজনীতির ময়দানে কলকে না পেয়ে, নিতান্ত একাকী হয়ে গিয়ে কুকথার আশ্রয়ে বাংলার বিরোধী দলনেতা। নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখতে শনিবার কলকাতা পুলিশ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, তাতে ভেস্তে গিয়েছে বিজেপির যাবতীয় পরিকল্পনা। শেষে মেজাজ হারিয়ে কুকথা। তবে এটা তো প্রথমবার নয়, বিরোধী দলনেতা আসলে হ্যাবিচুয়াল অফেন্ডার। অবশ্য এই তালিকায় তিনি একা নন। দুর্ভাগ্যজনক যে, রাজনীতিকদের মুখের ভাষা আজ এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। নগরপালকে যে ভাষায় গালাগাল করেছেন বিরোধী দলনেতা, সেটা কোনও সুস্থ মানুষই মেনে নিতে পারবেন না। এই কিছুদিন আগেও বাংলায় একটা রাজনৈতিক শিষ্টাচার বলে কথা ছিল। এখন এইসব নেতা সেই শিষ্টাচারকে কুলুঙ্গিতে তুলে দিয়েছেন। এসব নিয়ে তাঁরা ভাবেনও না। যাঁরা নিজেদের প্রগতিশীল এবং শিক্ষিত বলে মনে করেন সেই বামেদের নেত্রীর মুখেও একথা শুনে চমকে উঠেছিলাম। বিশ্লেষণ করে বুঝেছি, রাজনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত হতে হতে শূন্যে বিলীয়মান হওয়ার হতাশাতেই দুর্গন্ধযুক্ত ভাষা বেরিয়ে আসছে। এই ধরনের অপভাষা আমাদের মতো সাধারণের কাছে যে বার্তা পৌঁছয় তা খুব একটা ইতিবাচক নয়। এই ধরনের রাজনীতিবিদ সম্পর্কে একটা বিবমিষা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। ব্যক্তিগতভাবে আমি অপভাষার বিরুদ্ধে। কোনও পাবলিক ফিগারের মুখ থেকে যদি তা বের হয় তবে তার অভিঘাত সুদূরপ্রসারী। ভবিষ্যতের জন্য আমরা কী রেখে যাচ্ছি, সেটা আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত।

গদ্দারের কুকথার প্রতিবাদে বিশিষ্টরা

আবুল বাশার : শুভেন্দুর মন্তব্য নিয়ে কী বলব! ওঁর ভদ্রতা বোধ, সাংস্কৃতিক বোধ, রাজনৈতিক বোধ কিছুই নেই। পাগলের মতো প্রলাপ বকে যাচ্ছেন এবং মানুষকে অকারণ খেপিয়ে তুলতে চাইছেন। ওঁকে একজন নীতি-আদর্শহীন মানুষ বলে মনে হচ্ছে। ওঁর আচরণে খুব দুঃখিত হয়েছি। ভেবেছিলাম ওঁর জ্ঞানবুদ্ধি আছে। কিন্তু তা তো দেখছি না। রাজনীতি হল নীতির রাজা। এর মধ্যে একটা উচ্চ আদর্শ থাকবে। কিন্তু উনি সেসব মানছেন না। শুভেন্দুর সবচেয়ে বড় অপরাধ উনি রাজনীতির নামে সাম্প্রদায়িকতা করছেন। আমার অবাক লাগে, বাঙালি কখনও সাম্প্রদায়িক হয় নাকি! বাঙালি চরিত্রের সঙ্গে, আদর্শের সঙ্গে শুভেন্দুর আচরণ, কথাবার্তা কিছুই খাপ খায় না। ফলে বাঙালি ওঁকে পুরোপুরি বর্জন করবে।

মানস ভট্টাচার্য : অত্যন্ত কুরুচিকর মন্তব্য। আমাদের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা কী শিখবে এসব নেতাদের কাছ থেকে! এগুলো অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। এঁদের সামাজিকভাবে বয়কট করা উচিত। ওঁকে আমার একেবারেই বিকৃতমস্তিষ্কের লোক বলে মনে হচ্ছে। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে এই ধরনের অশালীন মন্তব্য কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা রাজনীতির লোক নই, খেলাধুলোর জগতের লোক, ঘটনাটা জানার পরই খুব খারাপ লেগেছে, তাই এর প্রতিবাদ না করে থাকতে পারছি না। ওঁকে বয়কট করা উচিত। এর বিরুদ্ধে গণ প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত।

সৈকত মিত্র : রাজনৈতিক হতাশা থেকেই এই ধরনের শব্দ মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে আমাদের বিরোধী দলনেতার। এটা একেবারেই কাম্য নয়। যে ধরনের শব্দ তিনি রাজনৈতিক পরিসরে ব্যবহার করেছেন তা আমরাও কখনও কখনও ব্যবহার করি ব্যক্তিগত পরিসরে। আমার মনে হয়, তিনি বুঝতে পারছেন রাজনৈতিকভাবে তিনি যা চান তা করে উঠতে পারছেন না। সেই হতাশা থেকেই এই জাতীয় শব্দগুলো উঠে আসছে। ক'দিন আগেও এক নেত্রীর মুখে এই জাতীয় শব্দ শোনা গিয়েছে। অথচ এঁরাই দাবি করেন তাঁরা সুস্থ রাজনীতির পক্ষে। অথচ তাঁরাই প্রকাশ্যে এইসব কুরুচিকর শব্দ ব্যবহার করছেন। যা বাংলার সংস্কৃতির পক্ষে একেবারেই বেমানান। মিডিয়াও কেন এই বিষয়গুলো এত ফলাও করে প্রচার করছে! যারা এগুলো করছে তাদের উপেক্ষা করাই একমাত্র দাওয়াই।

গর্গ চট্টোপাধ্যায় : আমি স্পষ্টতই বলছি, গোটা দেশে বিজেপি শাসিত রাজ্যে আজ যখন বাঙালি আক্রান্ত তখন এই ব্যক্তি বাঙালির পাশে না দাঁড়িয়ে তাঁর দিল্লির প্রভুদের খুশি করতে তাদের তাঁবেদারি করছেন। আরজি করের মতো একটা মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে যেভাবে তিনি রাজনীতি করছেন তাতে তাঁর নীচ মানসিকতাই বোঝা যাচ্ছে। এটা বাংলার চিরাচরিত রাজনৈতিক রুচিবোধ ধ্বংস করছে। এই ধরনের ব্যক্তিরা আসলে বাংলার রাজনীতিতে উচ্ছিষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়। প্রতিটি বাঙালিকে বলব, আপনারা যে দলই করুন না কেন, এঁদের বাংলার রাজনীতি থেকে চিরতরে বিদায় করুন।

বিজেপি রাজ্যে বাঙালি-বিদ্বেষ বিক্ষোভের মুখে পড়লেন সুকান্ত

প্রতিবেদন : বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষী এবং বাঙালিদের ওপর হামলা চলছে। বাংলায় কথা বললেই আটকে রেখে শারীরিক অত্যাচার, মারধর এমনকী মৃত্যুর ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। এই ঘটনায় ফুঁসছে গোটা বাংলা। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন। রবিবার শিয়ালদহ-রানাঘাট এসি লোকালের উদ্বোধনের দিন আইএনটিটিইউসি কর্মী-সমর্থকদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এদিন দমদম স্টেশনে এসি লোকাল থেকে নামতেই বিজেপি সাংসদ ও তাঁর অনুগামীদের উদ্দেশে জয় বাংলা স্লোগান ওঠে। বিজেপি কর্মীরা তেড়ে যান। দু'পক্ষের মধ্যে রীতিমতো হাতাহাতি শুরু হয়। তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়।

এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ এসি রানাঘাট লোকালে চড়ে শিয়ালদহ থেকে দমদম আসেন সুকান্ত ও বিজেপি কর্মীরা। দমদমে নেমে স্টেশনের বাইরে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মালা দিতে যান সুকান্ত। সেসময় বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচার নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন আইএনটিটিইউসি কর্মী-সমর্থকরা। জয় বাংলা স্লোগান তোলেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কর্মীরা। সম্প্রতি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের কর্মী-নেতা, জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, বিজেপি নেতাদের দেখলে 'জয় বাংলা' বলুন। রবিবার অভিষেকের নির্দেশমতোই সুকান্ত মজুমদারকে দেখে 'জয় বাংলা' স্লোগান তোলেন তাঁরা। এরপর পাশাপাশি শিয়ালদহ স্টেশনের নাম বদল নিয়েও সুকান্তকে আক্রমণ করে তৃণমূল। সুকান্ত শিয়ালদহ স্টেশনকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে করার প্রস্তাব দেন। এরপরই হুগলির এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাঁর নামে এ-রাজ্যে বন্দর রয়েছে। তাহলে আবার শিয়ালদহ স্টেশন কেন? আর যদি শিয়ালদহ স্টেশনের নাম বদল করতেই হয় তাহলে এটা স্বামী বিবেকানন্দের নামেই হওয়া উচিত। কারণ, শিকাগো ধর্মসভায় ঐতিহাসিক বক্তৃতার পর তিনি জাহাজে চেপে দেশে নামেন। সেখান থেকে তিনি ট্রেনে শিয়ালদহে আসেন। সেখান থেকে স্থানীয় যুবকরা তাঁর গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে রেখে নিজেরাই স্বামীজিকে মিত্র ইনস্টিটিউশন স্কুলে নিয়ে যান, সেখানে তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। তাই যদি নাম বদল করতেই হয়, তাহলে শিয়ালদহ স্টেশনের নাম স্বামীজির নামে করা হোক।

উঠল জয় বাংলা স্লোগান

বাংলাই মূল বিষয় স্বাধীনতার অনুষ্ঠানে

প্রতিবেদন : বাংলা ভাষার ঐতিহ্য, গৌরব, বিশ্বজনীনতা— সব কিছুই প্রতিধ্বনিত হবে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে। ট্যাবলো থেকে গানে নাচে থাকবে বাংলা সংস্কৃতিরই কথা। উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল-সহ দক্ষিণবঙ্গের শ্রমজীবী মানুষ কুচকাওয়াজে থাকবেন। উত্তরের চা-শ্রমিকরা, দক্ষিণের কৃষকরা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা থাকবেন। এমনকি বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিকরাও অনুষ্ঠানে থাকছেন। বাংলা ভাষার মাধুর্য তুলে ধরবে বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা। রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্পের কথাও থাকছে। চিফ মিনিস্টার্স পুলিশ মেডেল ফর আউটস্ট্যান্ডিং সার্ভিস, চিফ মিনিস্টার্স পুলিশ মেডেল ফর কমান্ডেবল সার্ভিস-সহ একাধিক পুরস্কার পুলিশের হাতে তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

আবাসনে মিলল আইনজীবীর দেহ

প্রতিবেদন : বালিগঞ্জের অভিজাত আবাসনের নিচ থেকে আইনজীবীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। চারতলায় তাঁর ফ্ল্যাটের জানলা থেকে হঠাৎ নিচে পড়ে মৃত্যু হয় ওই আইনজীবীর। জানা গিয়েছে, জানলায় বসে ছিলেন। হঠাৎই পড়ে যান। আবাসিকরা তাকে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। তবে এটা দুর্ঘটনা নাকি এই ঘটনার পেছনে অন্য কিছু আছে সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, নিহত ওই আইনজীবী কৌস্তভ দাসের বয়স ৫২। কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন এবং অভিজাত আবাসনের চারতলায় থাকেন। স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে নিয়েই ছিল সংসার।

■ গার্ডেনরিচে ১৫ নং বরো চেয়ারম্যানের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির। রয়েছেন রাজ্য বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার।

■ রবিবার খড়দহ শহর তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বা আইএনটিটিইউসি আয়োজিত রক্তদান উৎসব ও বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ও বাঙালির উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে সভা ও মিছিল বসিরহাট ২ নং ব্লকের ধান্যকুড়িয়ায়। ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক এটিএম আবদুল্লা-সহ অন্যরা।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফাঁপা কলসি

বিরোধী দলনেতা গদ্দার অধিকারীর কুকথা নিয়ে ক্ষিপ্ত বাংলা। শুধু শনিবার রাজপথে দাঁড়িয়ে গদ্দার যে এই প্রথমবার এই কথা বলেছে তা নয়, এই সিরিয়ালটা গদ্দার শুরু করেছে বিজেপিতে যাওয়ার পরেই। যাঁরা ক্যামেরা নিয়ে ঘোরাফেরা করেন তাঁরা জানেন কাঁথি থেকে পুরুলিয়া, হুগলি থেকে কলকাতা— যখনই রাজনৈতিকভাবে গদ্দার দোদুল্যমান থাকে তখনই এই ধরনের অশ্লীল, অশ্রাব্য কুকথা প্রকাশ্যে বলে থাকে। মানুষ কুকথা কখন বলে। যখন তার বিতর্ক করার যুক্তি কিছু থাকে না তখন কুকথা বলে লোককে চরমে অপমানের কথা বলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে চায়। এ একপ্রকার মেন্টাল ইলনেস বা মানসিক অসুস্থতা। কিন্তু তার বিরুদ্ধে পুলিশ কিংবা আদালতে কিছুতেই যাওয়া যায় না। তার কারণ বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা তাকে এমন একটি অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচ দিয়ে রেখেছেন যার দরুন বারবার কুকথা কিংবা আক্রমণ করেও বেঁচে যাচ্ছে গদ্দার। কিন্তু এটা কতদিন চলতে পারে? প্রশ্ন হচ্ছে, গদ্দার কেন বারবার এই কথা বলছে? এই বেপরোয়া হয়ে যাওয়ার পিছনে আরও কয়েকটি বিষয় রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল, ক্রমশ দলেই একা হয়ে গিয়েছে বিরোধী দলনেতা। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করবে কী, ঘরের লড়াই থামাবে কে? দিলীপ শিবির, সুকান্ত শিবির, শমীক শিবির— কেউই গদ্দারের এই নবান্ন অভিযানের নামে হাস্যাস্পদ কর্মসূচিতে যোগ দেননি। যাকে নবান্ন থেকে তিন কিলোমিটার দূরে গুটিকয়েক লোকজন নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হয়, তার রাজনৈতিক পরিপক্কতা যে ফাঁপা, সেটা বোঝা যায়। যেসব মিডিয়া গদ্দারের কর্মসূচিকে বাংলায় আগুন জ্বেলে দেওয়া কর্মসূচি প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিল, তাদের সাহস হয়নি মাথার উপর ড্রোন চালিয়ে লোকজনের ছবি দেখানোর। শনিবারে নবান্ন অভিযান কর্মসূচির ব্যর্থতা দেখিয়ে দিল বিরোধী দলনেতা আসলে একটা ফাঁপা কলসি।

বাংলা-বিরোধী বাঙালি-বিদ্বেষী
বিজেপিকে একটি ভোটও নয়

নির্যাতিতা ও খুন-হওয়া তরুণী চিকিৎসকের বাবা-মাকে ফাঁদে ফেলেছে বাম-বিজেপি। তারা গোটা রাজ্যকে এবার একই কায়দায় ফাঁদে ফেলতে চাইছে। সাধু সাবধান। লিখছেন

সাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায়

নিহত নির্যাতিতা চিকিৎসকের মৃত্যু নিয়ে গড়ে ওঠা আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে ৯ অগাস্ট কলকাতার রাজপথে একটি নাটক পথস্থ হল। পরিচালক কাঁথির মেজ খোকা, গদ্দার কুলের পোদ্দার। দুজন অতিথি শিল্পী ছিলেন এই আবেগ-চুপচুপে পালায়। নাটকে বারবার বলা হল, বিচারহীন এক বছর সব সয়েছি, আর সইব না।

কিন্তু কী সইবেন না, সেটা পরিষ্কার হল না।

নির্যাতিতা এবং মৃত তরুণী চিকিৎসকের বাবা বলেছেন, তিনি জুনিয়র ডাক্তারদের অভয়া মঞ্চের কাছ থেকে ধোঁকা খেয়েছেন।

নির্যাতিতা এবং মৃত তরুণী চিকিৎসকের মা বুঝিয়ে দিয়েছেন কুভেন্দুর কথায় ভুলে ওই নাটকে অংশ নিতে গিয়ে তাঁর হাতের শঙ্খবলয় বিচূর্ণিত।

বনিবনা হচ্ছে না বলে এই রাম ও বামেদের প্রতি তাঁদের বীতরাগ প্রকাশন!

হতে পারে। হতেই পারে। হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অযৌক্তিকও কিছু নয়। যাদের ‘বোগাস’ বলছি, তাদের মালিকের সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে যাওয়া কেন বাপু? এমনটা আবার হয় নাকি? বিজেপির এজেন্ট সিবিআই। সেই সিবিআইকে আপনি ‘বোগাস’ বলে তোপ দাগবেন আর সেই এজেন্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে বিজেপিকে নিয়েই অন্য কোথাও নয়, নবান্নতে অভিযান করবেন! এমনটা আবার হয় নাকি?

হয় না। হওয়াটা যুক্তিপূর্ণ নয় মোটেই। আর হলে যা হয়, সেটি তো দেখাই যাচ্ছে।

প্রসঙ্গটা আনলাম স্রেফ একটা সতর্কতামূলক বার্তা দেওয়ার জন্য।

বাংলা-বিদ্বেষী বিজেপিকে আগামীতে বাঙালি ভোট দিলে এই পরিণতিই অনিবার্য।

কেন ভোট দেবেন ওই পার্টিটাকে? বিজেপি আর কত সর্বনাশ করবে? আর কত সর্বনাশ করবে? বাংলা বলে নাকি কোনও ভাষাই নেই! ছিলও না কস্মিনকালে! এই কথা যে রাজনৈতিক দল বলে, অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে, তাদের বাংলায় ভোট লড়ার কোনও নৈতিক অধিকার আছে? বাংলা ভাষা, বাঙালির অস্তিত্ব, প্রত্যেক বঙ্গবাসীর অস্মিতা নিয়ে যারা নোংরা খেলা করে, উত্তর ভারতের সংস্কৃতিতে মানুষকে জারিত করে যে দল নতুন নতুন রাজ্যে গেরুয়া চিন্তার প্রবেশ ও প্রসারে মরিয়া, তাদের বাংলার মানুষ কেন ভোট দেবেন?! এই কথা যে-রাজনৈতিক দল বলে, অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে, তাদের বাংলায় ভোট লড়ার কোনও নৈতিক অধিকার আছে? বাংলা ভাষা, বাঙালির অস্তিত্ব, প্রত্যেক বঙ্গবাসীর অস্মিতা নিয়ে যারা নোংরা খেলা করে, উত্তর ভারতের সংস্কৃতিতে মানুষকে জারিত করে যে দল নতুন নতুন রাজ্যে গেরুয়া চিন্তার প্রবেশ ও প্রসারে মরিয়া, তাদের বাংলার মানুষ কেন ভোট দেবেন?

আপনি কি মানেন বাংলা বলে কোনও ভাষাই নেই? আপনি কি চান বাংলা ভাষা, বাঙালির অস্তিত্ব, প্রত্যেক বঙ্গবাসীর অস্মিতা নিয়ে আরও নোংরা খেলা চলুক, উত্তর ভারতের সংস্কৃতিতে মানুষকে জারিত করে বিজেপি রাজ্যে গেরুয়া চিন্তার প্রবেশ ও প্রসার ঘটাক? যদি না এসব না মানেন, না চান, তবে কেন বাংলার উন্নতির জন্য বিজেপিকে ভোট দেবেন? যদি দেন, তাহলে বাংলার ভোটদাতাদের অবস্থাও ওই নির্যাতিতা নিহত তরুণী চিকিৎসকের বাবা-মায়ের মতো হবে। বিশ্বাসভঙ্গের হতাশায় ভুগতে হবে। বাংলা-বিরোধী নাটকে বাঙালি হয়ে অতিথি শিল্পী হওয়ার কষ্ট ভুগতে হবে। কারণ এটা জলের মতো পরিষ্কার, বিজেপিকে এ-রাজ্যে ক্ষমতায় আনা মানে বাঙালিয়ানার অপমৃত্যু। আমাদের গর্বের উত্তরাধিকারের সর্বনাশ। আমাদের স্বতন্ত্রতার বিনাশ।

সুতরাং, বিজেপিকে একটি ভোটও নয়।

আমাদের চিরকালীন অহঙ্কার নেতাজি, চিত্তরঞ্জন, বাঘাযতীন-সহ শত শত স্বাধীনতা সংগ্রামীর দেশপ্রেম। তাঁদের আত্মত্যাগের বীরগাথাকে মুছে দিয়ে ইংরেজের পদলেহনকারী সাভারকরদের পুজো করা আম বাঙালির ধর্মে সইবে না।

দেশভাগের ক্ষত যাঁদের রক্তে সঞ্চারিত হয়ে ঢেউ তোলে না, যাঁরা হাড়ে-মজ্জায় বাংলা-বিদ্বেষী, হিন্দু ধর্ম মানে শুধু বিভাজন বোঝে, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের সবাইকে একসূত্রে গাঁথার সাধনাকে অস্বীকার করেন, তাঁদের একটা ভোটও নয়।

উন্নয়ন মানে দুটো সেতু, তিনটে বন্দে ভারত ট্রেন, দুটি মেট্রো প্রকল্পের সম্প্রসারণ নয়। বাঙালিকে ভিতর থেকে চেনা, তাকে উপলব্ধি করা। তার মননকে অনুভব করা। যে দলের সরকারের কাছে বাংলার সওয়া দু-লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া, গরিব ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত, তাদেরকে একটি ভোটও নয়।

পাশেই দুটো ছোট ছোট রাজ্য অসম ও ত্রিপুরা। সেখানে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ। অথচ বাংলায় নানা অছিলায় সওয়া দু'লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া। এই বিজেপিকে একটা ভোটও নয়।

নাটুয়া মেজো খোকা পথে নেমেছে। ওরা চাইছে রাজ্যে যাতে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। আর ওরা সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে যাতে ঘোলা জলে মাছ ধরতে পারে। হিন্দু-মুসলিম কট্টর মেরুকরণ ছাড়া গেরুয়া শাসনে কোন প্রতিশ্রুতিটা রক্ষা হয়েছে গত এক দশকে? মূল্যবৃদ্ধির জালে ফেঁসে হিমশিম গোটা দেশ। আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলছে, দাম বাড়েনি তো, সব নিয়ন্ত্রণে! কেন ভোট দেব এই বিজেপিকে? রোজ কৃষক আত্মহত্যা করছে, আর সরকার শোনাচ্ছে রেকর্ড ফলন, দ্বিগুণ আয়ের ছেঁদো গল্প। দশ লক্ষ সরকারি পদ ফাঁকা, তার কোনও উচ্চবাচ্য সরকারের কেষ্টবিষ্টুদের গলায় নেই। নোট বাতিলকে দুয়ো দিয়ে রাজ করছে কালো টাকা। গোদের উপর বিষফোড়ার মতো আমেরিকা ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোয় কৃষকেরা আরও মার খাবেন। গরিব কাজ হারাবে। এই বিজেপিকে একটা ভোটও নয়।

মোদির চমক ধমকের রাজনীতির পুঁজি শেষ হয়ে আসছে। দেশের ভবিষ্যৎ কিন্তু মোটেই সুবিধার নয় মোদিজি জানেন, বিহার ও বাংলায় একশোবার ঘুরে গেলেও বিজেপি-র জেতা দূরস্থ। তাকে প্রতিযোগিতায় ফেরাতে পারে একমাত্র ভোটার তালিকা। তাই বশংবদ নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে নতুন তালিকা তৈরির এমন মহাযজ্ঞ। এবার ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে চলছে বিরোধীদের জব্দ করার ষড়যন্ত্র।

এটা আমাদের সকলের সতর্ক থাকার সময়।

তাই সনির্বন্ধ অনুরোধ রামরেডদের পাতা ফাঁদে পা দেবেন না।

আসুন, সকলে শপথ করি, বিজেপিকে একটা ভোটও নয়।

e-mail থেকে চিঠি

বিহারের খসড়া ভোটার তালিকায় মহা-মশকরা

বিহারের খসড়া ভোটার তালিকায় প্রায় তিন লক্ষ ভোটারের বাড়ির ঠিকানা ০, কারও ০০, কারও আবার ০০০। ফর্মে অনেক ভোটারই বাড়ির নম্বর উল্লেখ করেননি। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে এখনও অনেক আবেদনপত্র জমা পড়ছে। তাই অনির্ধারিত বাড়ির ঠিকানার পাশে ০ বসানো থাকছে। পাটনা আর মগধ অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি ভোটারের বাড়ির নম্বর ০। বিধানসভা কেন্দ্রের নিরিখে সব থেকে বেশি ০ নম্বর সম্বলিত বাড়িতে থাকেন অওরঙ্গাবাদ কেন্দ্রের ভোটারেরা (৬,৬৩৭)। তার পরেই রয়েছে ফুলওয়াড়ি (৫,৯০৫), মানের (৪,৬০২), ফারবিসগঞ্জ (৪,১৫৫), দানাপুর (৪,৬০৩), গোপালগঞ্জ (৩,৯৫৭), পটনা সাহিব (৩,৮০৬)। খসড়া ভোটার তালিকায় দেখা গিয়েছে, বিহারের জামুই জেলার একটি গ্রামের ২৩০ জন ভোটারের একই বাড়ির বাসিন্দা। চৌডিহা পঞ্চায়েতের আমিন গ্রামের বাসিন্দা ওই ২৩০ জনের প্রত্যেকেই কমিশনের কাছে জমা দেওয়া ফর্মে জানিয়েছেন, তাঁরা তিন নম্বর ওয়ার্ডের তিন নম্বর বাড়ির বাসিন্দা। যদিও গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা না-করে নিজেদের মতো ফর্ম পূরণ করেছেন। বিজেপির নয়া এজেন্ট নির্বাচন কমিশনের এইসব তুঘলকি কাজে সমস্যা বাড়ছে। বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। বাংলাতেও এই জিনিসই হতে চলেছে বিজেপিকে সাহায্য করার জন্য। সুতরাং সাধু সাবধান। আমাদের সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।

—তপনকুমার নাগ, টালিগঞ্জ, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ডাইভিং পুলে রহস্যমৃত্যু ভিন রাজ্যের পড়ুয়ার। সাঁকরাইলের বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ঘটনা। মৃতের নাম কপিল কুমার (২১)। বাড়ি হিমাচল প্রদেশে

■ রবিবার মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ভাষা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ-ধরনা কর্মসূচিতে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। মঞ্চে ছিল যুবদের গান। কর্মীদের হাতে ছিল প্রতিবাদী প্ল্যাকার্ড।

ছাব্বিশের লড়াই বাংলা ও বাঙালির

বিজেপির ভাষা-সন্ত্রাসের প্রতিবাদে যুবনেত্রী সায়নী

প্রতিবেদন : বাংলার সম্মান নিয়ে খেলতে শুরু করেছে বিজেপি। বাংলার অভিমানে আঘাত করেছে। তাই ২০২৬-এর লড়াই বাংলা ও বাঙালির জন্য। বাংলার সম্মান রক্ষার জন্য। রবিবার গান্ধীমূর্তির পাদদেশে বিজেপির বাংলাবিদ্বেষের প্রতিবাদে গর্জে উঠল তৃণমূল যুব কংগ্রেস। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী সায়নী ঘোষের হুঙ্কার, এবার চোখে চোখ রেখে লড়াই করতে হবে। বাংলার সম্মান নিয়ে যারা ষড়যন্ত্র করছে, তাদের বিদায় দিতে হবে। এদিনের ধরনা সমাবেশে সায়নী ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার যুব সভাপতিরা। ছিলেন উত্তর কলকাতার যুব সভাপতি শান্তিরঞ্জন কুণ্ডু, দক্ষিণ কলকাতার যুব সভাপতি সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়ার সদরের যুব সভাপতি কৈলাস মিশ্র। এছাড়াও ছিলেন ঋজু দত্ত, শ্রেয়া পাণ্ডে, প্রিয়দর্শিনী ঘোষ বাওয়া প্রমুখ।

বাংলায় কথা বললেই বিজেপি-রাজ্যে অত্যাচার, হেনস্থার শিকার হচ্ছেন বাংলার শ্রমিকরা। বাংলাদেশি বলে দেগে দিয়ে তাঁদের পুশব্যাক করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। সপ্তাহান্তে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে নিয়ম করে বসছে ধরনা। এদিন ধরনামঞ্চ থেকে বিজেপিকে বাংলা জ্বালাও পার্টি বলে তোপ দেগে সায়নী বলেন, বাংলার সম্মান, বাংলা ভাষার সম্মান, বাঙালির সম্মান রক্ষায় লড়াই চলবে। মনে রাখবেন তৃণমূল সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক। বিজেপি বাংলাকে যতই জ্বালাক, আমাদের নেত্রী বাংলাকে ঠান্ডা করবেন। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরে এমন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে, আমরা ভাবিনি। ওদের মুখে কোনও উন্নয়নের কথা নেই, শুধু বিভাজনের কথা। ভাষা নিয়েও বিভাজনের খেলা শুরু করেছে বিজেপি। সেই বিজেপির খেলা ২০২৬-এ শেষ করে বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েই আস্থা রাখবেন। এদিন সায়নীর কটাক্ষ, বিজেপি বাংলা বলে শুধু গালিগালাজের জন্য। শনিবার অকথ্য ভাষায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশকে আক্রমণ করেছে। এই বিজেপি আছি থেকে ছিলাম হয়ে যাবে। কারণ এরা বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে। যে ভাষায় আমরা মা বলেছি, দিদি বলে ডেকেছি, সেই ভাষাকে তুমি বাংলাদেশি ভাষা বলবে? বাংলার মানুষ তার যথাযোগ্য জবাব দেবে। এদিন এসআইআর ও অনুপ্রবেশ নিয়ে সায়নী বলেন, এমন প্রধানমন্ত্রীর আমাদের দরকার নেই, যারা আটকাতে পারে না অনুপ্রবেশ। এটা আপনাদের ব্যর্থতা। পহেলগাঁওয়ে কী করে অনুপ্রবেশ হল, তারও জবাব দিতে হবে। আর কত ধানে কত চাল, সেটা বাংলার মানুষ আপনাদের বোঝাবে।

মুম্বইয়ে আটক বাংলার মহিলা শ্রমিককে উদ্ধার

■ সোমা বিবি।

প্রতিবেদন : হরিয়ানার পর মুম্বই। বিজেপির রাজ্যে বাংলা বলায় অত্যাচার মাত্রা ছাড়াচ্ছে। এবার বাংলা বলায় হরিয়ানায় ২৪ ঘণ্টা আটকে রাখা হল বজবজের এক মহিলাকে! নাম সোমা বিবি। অত্যাচারের কথা ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন তিনি। জানতে পেরেই দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য। তড়িঘড়ি সমস্ত কাগজপত্র পাঠিয়ে তাঁকে মুক্ত করা হয়। সোমাকে ফেরানোর ব্যবস্থা করছে প্রশাসন। গোটা ঘটনায় আতঙ্কিত সোমার পরিবার। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ ১ নম্বর ব্লকের উত্তর রায়পুর পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা জাহির জামাদার। কাজের জন্য জাহির, তাঁর স্ত্রী সোমা, তাঁদের দুই ছেলে ও বউমারা মুম্বইয়ে থাকতেন। তবে গত বছর স্ত্রীদের নিয়ে বজবজের বাড়ি ফিরে আসেন জাহির-সোমার দুই ছেলে। চলতি বছর জানুয়ারিতে বাড়ি চলে আসেন জাহিরও। তবে সোমা মুম্বইয়েই ছিলেন। অন্যদিকে, গুরগাঁওয়ের কারখানায় শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন অনিল বর্মন। তিনি কোচবিহারের জটেশ্বরের বাসিন্দা। গুরুগাঁওয়ে পরিবার নিয়ে থাকতেন। সেখান থেকেই ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন বাংলাভাষী জানলেই তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভয়ে তাঁরা ঘরবন্দি হয়ে রয়েছেন। ভিডিও বার্তায় অনিলের অনুরোধ, দ্রুত তাঁর স্থায়ী সার্টিফিকেট পাঠানো হোক। প্রবল আতঙ্কের মধ্যে তাঁরা দিন কাটাচ্ছেন। সব মিলিয়ে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে আতঙ্ক এবং অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশ বাড়ছে।

প্রচারলোভী শকুনদের নির্লজ্জ মিথ্যাচার

পুলিশের ধাক্কা দেখাতেই পারল না কোনও ক্যামেরা

প্রতিবেদন : বিজেপির নোংরা রাজনীতির শিকার হলেন এবার আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। শকুনে রাজনীতি করতে গিয়ে প্রচারলোভী বিজেপির ন্যাড়া নাড়ুরা নির্যাতিতার বাবা-মাকে ধাক্কা মেরে মুখ দেখাতে গিয়ে বিপত্তি বাধালেন। রাজনীতির আখের গোছাতে গিয়ে ন্যক্কারজনকভাবে শিখণ্ডি করা হল তাঁদের। তারপর মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে শুরু হল কুৎসার রাজনীতি। নাকি পুলিশের ধাক্কায় আহত হয়েছে নির্যাতিতার মা! কোথায় সেই ছবি? একটা ক্যামেরাও তো কোনও অ্যাঙ্গেল থেকে দেখাতে পারল না সেই ছবি। বরং নির্যাতিতার মা যে বিজেপির ন্যাড়া নাড়ুর ধাক্কায় আহত হয়েছেন, তা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে বহু ক্যামেরা।

তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ রবিবার ফের একবার জানিয়ে দিলেন, এত মিডিয়া, এত চ্যানেল, এত কাগজ, পোর্টাল, ফেসবুক, এক্স, সবার হাতেই ফোন-ক্যামেরা— কই, কেউ তো একটা ছবি দিতে পারলেন না! নির্যাতিতার মায়ের আহত হওয়া যে পুলিশের ধাক্কায়, কোনও ছবিতেই তা দেখা যায়নি। অথচ তা নিয়ে বিবৃতির পর বিবৃতি চলছে পুলিশের দিকে তাক করে। কিন্তু বাস্তব হল, পুলিশ ওঁদের আহত করেনি। পিছন থেকে যাঁরা ওঁদের ধস্তাধস্তির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিলেন, তাঁরা হলেন বিজেপির ন্যাড়া নাড়ুরা। তাই ওদের জিজ্ঞেস করুন, কেন ধাক্কা দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল আরজি করের নির্যাতিতার মা-কে। আসলে শকুনরা পরিকল্পিতভাবে প্রচার চাইছিল, মুখ দেখাতে চাইছিল ক্যামেরায়। তাই নির্যাতিতার বাবা-মাকে ধাক্কা দিতেও কসুর করেনি। আগের দিনই আমরা একথা বলেছিলাম। মিলে গেল সেই চিত্রনাট্য।

আরজি কর : অভয়া মঞ্চ এক বছরেই ত্রিধা-বিভক্ত

প্রতিবেদন : অরাজনৈতিক ট্যাগ ঝুলিয়ে অভয়া আন্দোলনের মঞ্চ তৈরি করেছিল রাম-বাম। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেই আন্দোলন মঞ্চ তিনটি ধারায় বিভক্ত হয়ে গেল! কিন্তু কেন? আসলে এই মঞ্চ ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। আরজি করের নির্যাতিতাকে বিচার দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। এবার নতুন চিত্রনাট্য সাজিয়ে সুপারফ্লপ নবান্ন অভিযান প্রমাণ করে দিল এই আন্দোলনের মঞ্চ ত্রিধা-বিভক্ত। একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সরে গিয়েছে এক-একটা পক্ষ। এই যেমন নবান্ন অভিযানে একা হয়ে গেলেন গদ্দার। লোক না হওয়ায় বামেদের উপর খেপেও গেলেন। আবার আন্দোলনে গিয়ে নির্যাতিতার মা আহত হওয়ায় অভয়া মঞ্চের একাংশ চিকিৎসক দায় চাপালেন গদ্দারদের উপর। একেই তো অভয়া মঞ্চের জুনিয়র চিকিৎসকরা দু'ভাগ। আগেই সিনিয়র চিকিৎসকরা তাঁদের মঞ্চ ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর এখন তো আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা বিভিন্ন মঞ্চে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এবারের ফ্লপ শো-তে নির্যাতিতার বাবা-মাকে সামনে রেখে আসরে নেমেছিলেন গদ্দার অধিকারী। কিন্তু আন্দোলনে একা হয়ে যাওয়া গদ্দার কূল-কিনারা না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে বেপরোয়া কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। শুক্রবারের অভিযানে লোক ভরাতে ব্যর্থ বিজেপি। তাতেই খেপে লাল গদ্দার। ২০১১ সালের উদাহরণ তুলে ধরে এসইউসিআই সমর্থিত চিকিৎসককে কাঠগড়ায় তোলারও চেষ্টা চালান তিনি। পাল্টা অনিকেত সিবিআই-এর বিচার নিয়ে প্রশ্ন তুলে গদ্দারকে কাঠগড়ায় তোলেন। এদিকে জুনিয়র চিকিৎসকদের থেকে এক কাঠি এগিয়ে অভয়া মঞ্চের সিনিয়র চিকিৎসকরা অভয়ার মায়ের আঘাতের জন্য সরাসরি গদ্দার ও তাঁর অনুগামীদের উপরই দোষ চাপিয়েছেন। তাঁদের ইঙ্গিত, আন্দোলনের নামে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিরাপত্তা যারা দিতে পারেনি, আঘাতের দায় তাদের।

কুলতলির বিজেপিতে অসন্তোষ। দল ছাড়লেন দেড় হাজার কর্মী-সমর্থক। শনিবার গোপালগঞ্জের কর্মিসভায় তাঁরা তৃণমূলে যোগ দেন

প্রতিবাদ কর্মসূচিতে আরও গুরুত্ব বৈঠকে বুঝিয়ে দিলেন সভাপতি পার্থ

সংবাদদাতা, বারাকপুর : বাংলা ও বাঙালির উপর অত্যাচার, বঞ্চনা চালাচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তার সঙ্গে এসআইআর চাপিয়ে দিয়ে ভোটার লিস্টে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কারচুপি করতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের নির্দেশেই রাজ্য জুড়ে চলছে আন্দোলন, প্রতিবাদ মিছিল, অবস্থান বিক্ষোভ। সেই সব কর্মসূচি আরও জোরদার ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে নির্দেশ দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই লক্ষ্যেই রবিবার টিটাগড় টাটা গেট সংলগ্ন দমদম-বারাকপুর সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে এক বৈঠক হয় জেলা সভাপতি তথা বারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিকের উদ্যোগে। পার্থ ভৌমিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, জেলা

■ দমদম-বারাকপুর সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে বৈঠক। রয়েছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, রাজ চক্রবর্তী, পার্থ ভৌমিক, ব্রাত্য বসু, মদন মিত্র, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

আইএনটিটিইউসি সভাপতি তথা বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম, বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা বিধায়ক নির্মল ঘোষ, বিধায়ক মদন মিত্র, রাজ চক্রবর্তী, সুবোধ অধিকারী, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎ দে-সহ প্রত্যেক পুরপ্রধান, জনপ্রতিনিধি ও দলীয় পদাধিকারীরা।

পার্থ ভৌমিক বলেন, বর্তমান পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় দল কিছু কর্মসূচি নিয়েছে। আমরা এদিন সেই কর্মসূচি কীভাবে পালন করব সেই বিষয়ে আলোচনা হল। একটা রূপরেখা তৈরি হয়েছে। দমদম-বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার প্রতিটি বিধায়কদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে যার মতো করে দলীয় কর্মসূচি অর্থাৎ প্রতিবাদ সভা, মিছিল, মিটিং, অবস্থান বিক্ষোভ পালন করবেন।

বিজেপির অভিযান ফ্লপ পুলিশই ম্যান অফ দ্য ম্যাচ

প্রতিবেদন : বিজেপির সুপার ফ্লপ নবান্ন অভিযানে নানা প্ররোচনা ছিল। কিন্তু পুলিশ কোনওরকম প্ররোচনায় পা দেয়নি। ঠান্ডা মাথায় সবটা সামলেছে। পুলিশ মার খেয়েছে কিন্তু ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে গিয়েছে। তাই অভিযানের নামে বিজেপির পরিকল্পিত অশান্তি পাকানোর চেষ্টা রুখে পুলিশই ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। কলকাতা পুলিশের সিপি মনোজ ভার্মা রবিবার আহত পুলিশকর্মীদের দেখতে যান। তিনি আশ্বাস দেন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তদন্ত চলবে। ইতিমধ্যে সাতজনের নামে এফআইআর করা হয়েছে। নবান্ন অভিযান নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ দিয়েছিল আইন অমান্য করলে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ নিতে পারবে। শনিবার শহরজুড়ে অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি করা হয় প্রতিবাদের নামে। রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা জানান, এখনও পর্যন্ত সাতজনের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে। তদন্ত করে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যারা হাইকোর্টের অর্ডার অমান্য করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

■ নবান্ন অভিযানে আহত পুলিশ কর্মীদের দেখে এসএসকেএম থেকে বেরিয়ে আসছেন কলকাতার নগরপাল মনোজ ভার্মা। রবিবার।

এদিকে অনুমতি না নিয়ে সাইকেল মিছিল করার জন্য পুলিশ দুই চিকিৎসক পুণ্যব্রত গুন ও তমোনাশ চৌধুরীকে নোটিশ পাঠিয়েছে। দু'দিনের মধ্যে দু'জনকেই ঠাকুরপুকুর থানায় হাজিরা দিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, হাইকোর্ট শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে বলেছিল। কিন্তু ভিডিও-তে দেখা যায় সাঁতরাগাছিতে এক কর্মী ইট হাতে বিনা প্ররোচনায় তালা ভাঙতে যাচ্ছে। ছবিতে ইট হাতে যাকে দেখা যাচ্ছে, তিনি হলেন নন্দীগ্রামের গোকুলনগরের বিজেপি কর্মী বটকৃষ্ণ দাস। তাহলে কী বলবেন, এটা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ছিল? তারপরও কিন্তু কর্তব্যে অবিচল ছিল পুলিশ। নগরপাল বলেন, নির্যাতিতার মায়ের সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা একদমই কাম্য নয়। নির্যাতিতার মা যে অভিযোগ করেছেন সেটা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পুলিশ দেখছে। যাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কলকাতা পুলিশ এ প্রসঙ্গেও স্বতঃপ্রণোদিত তদন্ত করবে।

ফের জল ছাড়ল ডিভিসি, দুর্ভোগ

প্রতিবেদন : ডিভিসির ছাড়া জলে প্লাবন-পরিস্থিতি। বিপর্যস্ত পরিস্থিতির মধ্যেও জল-ছাড়া অব্যাহত। ফের মাইথন ও পাঞ্চেত থেকে ৫৬ হাজার কিউসেক জল ছাড়াল ডিভিসি। এরমধ্যে মাইথন থেকে ৩২ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এর ফলে মেদিনীপুর, হুগলি-সহ একাধিক জেলার পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা। দিন কয়েক আগেই ৬০ হাজার কিউসেক জল ছেড়েছিল ডিভিসি।

■ নিজের ওয়ার্ডের সাফাইকর্মীদের হাতে রাখি পরিয়ে মিষ্টিমুখ করালেন ২৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী।

২৬-এ বিজেপি ৩০ পেরোবে না সিপিএম-কংগ্রেস শূন্যই থাকবে

প্রতিবেদন : ২০২৬-এ বাংলাবিরোধী বিজেপিকে জবাব দেবে বাংলার মানুষ। এবারও বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম-কংগ্রেস শূন্যই থাকবে। আর বিজেপি ৩০-ও পেরোবে না। রবিবার চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি ফেডারেশন হুগলি ডিস্ট্রিক্ট কমিটির উদ্যোগে রক্তদান ও রাখিবন্ধন উৎসবে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ সাফ জানিয়ে দিলেন সে-কথা। তিনি বলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আবার ক্ষমতায় আসবে। চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দশ অগাস্টে ডাক দিয়েছিল ব্রিটিশ তুমি ভারত ছাড়ো। তৃণমূল কংগ্রেস ডাক দিচ্ছে, বিজেপি তুমি বাংলা ছাড়ো, বিজেপি তুমি ভারত ছাড়ো। কুণাল বলেন, সরকারি কর্মচারীরা ভাল কাজ করলে মানুষ বাইরে গিয়ে প্রশংসা করেন। তাই সরকারের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে আপনাদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আপনারা হলেন সরকারের অন্যতম মুখ। মুখ্যমন্ত্রী জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের স্বপ্ন দেখেন, মানুষের কাছে উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়ার জন্য সব প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেন। আর রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা তাকে বাস্তব রূপ দেন। এখানেই এই সংগঠনের তাৎপর্য। অর্থাৎ আপনারাই সরকারের মুখ। রবিবার সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে রাজ্যের সব উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে তিনি বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলার টাকা আটকে রেখে সরকারকে অপদস্থ করার চেষ্টা চলছে। এখন এসআইআর করে ভোটার তালিকায় নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে। অনুপ্রবেশ যদি ঘটে থাকে তার সম্পূর্ণ দায় কেন্দ্রের। কারণ জল, স্থল, অন্তরীক্ষ তিনটেই হল কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাভুক্ত। মাস দুয়েক আগে আগরতলাতে ধরা পড়েছিল বাংলাদেশি রোহিঙ্গা। এরা ঢুকল কোথা থেকে? ত্রিপুরা থেকে। কেন সীমান্ত সুরক্ষিত রাখতে পারছে না কেন্দ্র।

■ চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন হুগলি ডিস্ট্রিক্ট কমিটির উদ্যোগে রক্তদান ও রাখিবন্ধন উৎসবে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। রবিবার।

■ কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান রথেন্দ্র রমনের হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন এমসিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট অমিত সারাওগি। রয়েছেন লাভেশ পোদ্দার। এমসিসিআই কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে।

■ দু'টি বিদেশি প্রতিযোগিতায় মনোনয়নের পাশাপাশি কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ও আনন্দলোক শর্টকাটেও জায়গা করে নিয়েছে বসিরহাটের তৈরি ছোটছবি 'অশ্রুত-আনহার্ড'। সম্প্রতি বিশ্ব সঙ্গীত দিবসে বসিরহাট টাউনহলে শিল্পী সংসদের পক্ষ থেকে বসিরহাট সঙ্গীত মেলা ২০২৫-এর আয়োজন করা হয়। সেখানেই এই ছবি মুক্তি পায়। শুভ সূচনা করেন বসিরহাটের বিশিষ্ট নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতা অরবিন্দ সরকার ও বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী শঙ্কর রায় অধিকারী।

সাবান কেসে মাদক পুরে পাচারের ছক, মালদহে উদ্ধার দেড় কোটির হেরোইন। ধৃতদের সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে

বিদ্বেষী বিজেপিকে হটাবে সাধারণ মানুষ: প্রকাশ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: বাংলা বিদ্বেষ, এনআরসি নোটিশ, এসআইআর— বিজেপির একের পর এক নোংরা রাজনীতির জবাব দেবেন সাধারণ মানুষ। ২০২৬-এ বাংলাকে বিরোধীমুক্ত করার শপথ নিতে হবে প্রত্যেক কর্মীকে। ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। রবিবার আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে এভাবেই বিজেপিকে একহাত নিলেন সাংসদ তথা জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইক। এদিনের সভা থেকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে দিল তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিনের সভা থেকে জেলার সমস্ত নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে জেলার প্রতিটি বুথে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন জেলা সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশচিক বরাইক। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান যাতে প্রতিটি বুথে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় স্থানীয় মানুষজনকে সঙ্গে নিয়ে, সেটি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয় এদিন। এর পাশাপাশি ভোটার তালিকায় যাতে সঠিক ব্যক্তির নাম কোনওভাবে বাদ না যায় তা দেখবার দায়িত্ব বিএলও ২-এর কাঁধে অর্পণ করা হয়। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা স্তরের সমস্ত নেতা প্রতি বুথে সকলকে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার পরামর্শ দেন। জেলা সভাপতি প্রকাশচিক বরাইক বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নতুন প্রকল্পে প্রতি বুথে মানুষের পছন্দকে মান্যতা দিয়ে দশ লক্ষ টাকার উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা হবে। এই কাজগুলো যাতে সঠিকভাবে হয় তা দলের কর্মীরা খেয়াল রাখবেন। পাশাপাশি ভোটার তালিকা থেকে যাতে সঠিক কারও নাম বাদ না যায় সেটাও বুথের পর্যবেক্ষক ও বিএলও ২ নজর রাখবেন।

সভায় বক্তা প্রকাশচিক বরাইক। মঞ্চে উপস্থিত তৃণমূল নেতৃত্ব।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলবে

কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলবে। এই লড়াইটা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে হবে, দলের শৃঙ্খলা মেনে সকলকে চলতে হবে। দলীয় সভা থেকে আগামী নির্বাচনের স্বার্থে সকলকে মিলেমিশে কাজ করার আহ্বান জানালেন উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কেন্দ্রের বিজেপির অপশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। সেই মতো যে মিছিল ও পথসভা হয় মাত্র ৪টি অঞ্চল নিয়ে, তাতেই মানুষের ঢল নামে। শনিবার সেইমতো উত্তর দিনাজপুরের রামগঞ্জ বাজারে সুবিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। রামগঞ্জ ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, গোবিন্দপুর, সুজালী— এই চার অঞ্চল মিলিয়ে যে মিছিল হয়েছিল তা এক কথায় মহামিছিল।

বাইক ধাওয়া করে চোর ধরল পুলিশ

ছিনতাইবাজদের বাইক ধাওয়া করে মোবাইল উদ্ধার করল পুলিশ। রবিবার জলপাইগুড়ির ঘটনা। বেলাকোবা টাউন মসজিদের কাছে এক মহিলার কাছ থেকে মোবাইল ফোন ছিনতাই করে পালানোর চেষ্টা করে দুই দুষ্কৃতী। তারা একটি মোটরসাইকেলে চড়ে ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত সরে যাওয়ার চেষ্টা করে। তৎক্ষণাৎ মোটরসাইকেল মোবাইল টিম ও পুলিশ ভ্যানের তৎপরতায় দুই ছিনতাইকারীকে পাকড়াও করা হয়। তাদের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া মোবাইল ফোন এবং ঘটনায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। সোমবার ধৃতদের আদালতে তোলা হবে।

সহপাঠীর মার

শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুলের ক্লাস এইটের এক ছাত্রকে মারধরের অভিযোগ উঠল সহপাঠীর বিরুদ্ধে। ২০ টাকা দাবি করে অভিযুক্ত ছাত্র। না দিতে পারায় মারধর। তারপর সেই মারধরের দৃশ্য মোবাইলবন্দি করার অভিযোগ। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করা হয় সেই ভিডিও। ক্লাস ফাইভ থেকে এমন অত্যাচার চলছে বলে অভিযোগ। অভিযুক্তও একই ক্লাসের। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিও। অভিযোগের ভিত্তিতে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

প্রস্তুতি সভা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: ২৮ অগাস্টের আহ্বানে প্রস্তুতিসভা হল করণদিঘিতে। রবিবার। ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি রক্ত দাস, গৌতম পাল, গৌরব দত্ত মুস্তাকি, সুভাষ সিংহ, মনিরুল ইসলাম সহ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীরা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য কমিটির সম্পাদক গৌরব দত্ত মুস্তাকি জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্রছাত্রীরা কাজ করবে।

যুব নেতা খুন, দোষীদের শাস্তির দাবিতে গর্জে উঠল তৃণমূল

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা গুলি চালিয়েছে বলে অভিযোগ তুলে ডাউয়াগুড়িতে বিক্ষোভ-মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের ডাউয়াগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের ছেলে অমর রায়কে শনিবার গুলি করে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। ব্যবসায়ীর মৃত্যুকে ঘিরে ডাউয়াগুড়ি বাজারে দোকানপাট বন্ধ রেখে প্রতিবাদ জানান ব্যবসায়ীরা। এদিকে, এলাকায় প্রতিবাদ-মিছিল করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, মহিলা তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী শুচিস্মিতা দেবশর্মা-সহ দলের নেতা-কর্মীরা। সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া বলেন, বিজেপির পায়ের তলার মাটি নেই বলেই তাদের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, অমর রায় দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। দলের পক্ষ থেকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তি চাই। জানা গেছে, যেখানে হাটের মাঝে ফলবাজারে দেহ পড়ে ছিল তার পাশেই পড়ে ছিল সবজিও। হাটে কেনাকাটা করতে এসেছিলেন তিনি।

ডাউয়াগুড়িতে প্রতিবাদ-মিছিলের নেতৃত্বে জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, অভিজিৎ দে ভৌমিক।

ভাড়াটেদের তথ্য সংগ্রহে পোর্টাল

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: অপরাধ দমনে তৎপর শিলিগুড়ি পুলিশ। কোনও অপরাধী, দুষ্কৃতী ভুয়ো পরিচয়ে শহরে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে কি না, তাও জানার চেষ্টা হবে। এমনই জানানো হচ্ছে পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এবার শিলিগুড়িতে চালু হল শিলিগুড়ি টেনেন্ট ইনফরমেশন পোর্টাল। রাখিপূর্ণিমার দিন এই পোর্টালের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর এবং এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সাম্প্রতিক সময়ে এটিএম লুঠ, সোনার দোকানে ডাকাতির মতো একাধিক অপরাধে ভিনরাজ্যের দুষ্কৃতীদের যোগ মিলেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অপরাধীরা শহরে ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছিল। এই কারণে বাড়িওয়ালাদের জন্য ভাড়াটে সমস্ত তথ্য পুলিশে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নিয়ম ভাঙলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছেন পুলিশ কমিশনার। পোর্টালের মাধ্যমে বাড়িওয়ালা, পুরনিগম এবং বরো অফিস—সবার পক্ষেই অনলাইনে ভাড়াটিয়ার তথ্য আপলোড করা সম্ভব হবে। মেয়র গৌতম দেবের বলেন, এই পদক্ষেপ শহরের নিরাপত্তা বাড়াবে এবং অপরাধের হার কমাবে।

উদ্বোধনে গৌতম দেব।

অনুপ্রবেশকারী ধৃত

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী পুলিশের জালে। ধৃত বাংলাদেশিকে রবিবার মালদহ জেলা আদালতে পেশ করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত বাংলাদেশির নাম জুয়েল রানা(২৫)। বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, ওই অভিযুক্ত মালদহের বৈষ্ণবনগর থানার সবদলপুর সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল গরু পাচারের উদ্দেশ্যে। রবিবার এই খবর জানতে পেরেই বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ তাকে সীমান্ত এলাকা থেকে পাকড়াও করে। ধৃতকে সাতদিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে মালদহ জেলা আদালতে তুললে বিচারপতি ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

পাহাড়ে নেপালি সম্প্রদায়ের ইয়েনিয়া পুনহি উৎসব

সংবাদদাতা, দার্জিলিং: রাজ্যের উদ্যোগে পাহাড় মেতে উঠল উৎসবে। সুর, তাল, ছন্দে আনন্দমাখা দিন উপহার পেল দার্জিলিং। রবিবার ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে, বাদ্যযন্ত্র নিয়ে লাখে নাচে মেতে উঠলেন নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষ। এই লাখে নাচের মাধ্যমেই নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের ঐতিহ্যকে তুলে ধরেন। নিয়ম মেনে শহরের সব রাস্তায় ঘুরল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এমন একটি রঙিন উৎসবে যোগ দিলেন পর্যটকরাও। শোভাযাত্রায় অংশ নিলেন বহু মানুষ। বাদ্যযন্ত্রের তালে নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে তালে মাতলেন পাহাড়ের সাধারণ বাসিন্দারাও। উল্লেখ্য, এটি মূলত নেপালের কাঠমান্ডু উপত্যকার নিওয়ার সম্প্রদায়ের মানুষেরা পালন করে থাকেন। এই উৎসবে ইন্দ্র দেবের পুজো করা হয় এবং এটি নেপালের অন্যতম বৃহৎ এবং বর্ণাঢ্য উৎসব। রাজ্যের উদ্যোগে পাহাড়েও পালন করা হল এই উৎসব।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
11 August, 2025 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

দিল্লিতে মৃত শ্রমিকদের পরিবারের পাশে সামিরুল, বাড়িতে এল দেহ

প্রতিবেদন : দিল্লিতে দেওয়াল-চাপা পড়ে নিহত শ্রমিকদের মধ্যে বাংলার বেশ কিছু শ্রমিক রয়েছেন। খবর পাওয়ার পর থেকেই পরিবারের পাশে রাজ্য সরকার ও পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ বোর্ড। দিল্লির এইমস-এর ট্রমা কেয়ার সেন্টার এবং সফদরজং হাসপাতালে চলে যান তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য সামিরুল ইসলাম। মৃত শ্রমিকদের দেহের ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়ার সময় রবিবার সকাল থেকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উপস্থিত থেকে সম্পন্ন করান তিনি। শনিবার রাতে পাঁচিলচাপা পড়ে মৃত্যু হয় রবিউল মণ্ডল (২২), রুকসানা খাতুন (৭), রুবিনা বিবি (২০) এবং হাসিনা খাতুন (৭)এর। তাঁদের বাড়ি নওদা থানার গঙ্গাধারী-জোড়তলা গ্রামে। মৃত শ্রমিকের তালিকায় আছেন নদিয়ার হোগলবেড়িয়া থানা এলাকার শিকারপুরের ডলি খাঁও। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন পড়শি জেলা মালদহ ও অসমের আরও চার শ্রমিক। তাঁদের প্রত্যেকেরই মৃত্যু হয়েছে। শুরু থেকেই সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের তরফে নেওয়া হয়েছে। রবিবার ময়নাতদন্ত শেষে বিমানে দেহগুলি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পর সেগুলি সরাসরি তাঁদের গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে। গতকালের মতো আজকেও সামিরুলের সঙ্গে ছিলেন দুই সাংসদ জঙ্গিপুরের খলিলুর রহমান ও মুর্শিদাবাদের আবু তাহের খান। মৃতদেহের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারের চারজনের বিমানে ফেরার ব্যবস্থাও করেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবিক সরকার। এছাড়াও, যে কোনও প্রয়োজনে স্বজনহারাদের পাশে সর্বদা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। স্বজনহারা পরিবারের প্রতি আবার আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন সামিরুল।

■ নিহতদের পরিবারের লোকজনকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন সামিরুল ইসলাম।

বিজেপির উসকানিতে মতুয়া ঠাকুরবাড়িতে কেন সিএএ ক্যাম্প, প্রতিবাদে তৃণমূল

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, এ রাজ্যে সিএএ এবং এনআরসি করতে দেবেন না। তার পরেও বিজেপি কিছু লোককে ভুল বুঝিয়ে সিএএ-র ফাঁদে ফেলছে। তাঁরা এমনিতেই দেশের নাগরিক, সিএএ ফর্ম পূরণ করার মানে তাঁরা বিদেশি প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছেন। এটা জানা সত্ত্বেও বিজেপি এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বাগদার পর ঠাকুরনগর। মতুয়া-অধ্যুষিত বনগাঁ মহকুমার একাধিক এলাকায় শিবির করে নাগরিকত্বের ফর্ম ফিল-আপ করাচ্ছেন বিজেপি নেতারা। আগেও বাগদায় এমন শিবির করেছিল তারা। তার পাল্টা তৃণমূল পরদিন শিবির করে বিজেপির ভাঁওতাবাজি নিয়ে স্থানীয়দের সতর্ক করে। এবার বিজেপি আসরে নামাল মতুয়া মহাসংঘকে। ঠাকুরবাড়িতে নাগরিকত্বের ফর্ম ফিল-আপ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছে সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘ। ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে সিএএ-র শিবির চলছে। নদিয়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া-সহ একাধিক এলাকা থেকে শতাধিক মানুষ এই শিবিরে যোগদান করেন বলে জানা গিয়েছে। মহাসংঘের এক কর্তার কথায়, ফর্ম ফিল-আপের খুঁটিনাটি বিষয় আমরা জানাচ্ছি, যাতে যাঁরা ফর্ম ফিল-আপ করতে আসবেন, তাঁদের কোনও সমস্যা না হয়। পাশাপাশি মতুয়া উদ্বাস্তুদের মতুয়া কার্ডও দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ভোট এলেই মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য সিএএ-র কথা বলে বিজেপি। ক্যাম্প করে ফর্ম ফিল-আপ করিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। যাঁরা ভোট দেন, যাঁদের ভোটার-আধার-রেশন কার্ড আছে, তাঁরা সকলেই এ দেশের নাগরিক।

■ 'বাংলা ভাষার সম্মান, বাংলার সম্মান', এই দাবি তুলে রবিবার বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন দু'নম্বর ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে ধনেশ্বরপুর পার্টি অফিসে বাংলাভাষীদের ওপর বিজেপির সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মানববন্ধন হল। ছিলেন দাঁতনের বিধায়ক বিক্রমচন্দ্র প্রধান, দাঁতন দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি ইফতিকার আলি প্রমুখ। এদিন ধনেশ্বরপুর এলাকায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়।

আবাসনে আগুন

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : শনিবার রাত ন'টার সময় দুর্গাপুরের কোক ওভেন থানার ডিপিএল কলোনি আবাসনের তিনতলায় আগুন লাগে। অধিকাংশ আবাসনের বাসিন্দা ছিলেন বাইরে। পাশের একটি আবাসনের লোকজন খবর দেন কোক ওভেন থানার পুলিশ ও দমকলকে। ডিপিএলের দমকল ঘটনাস্থলে আসে। ঠিক কী কারণে আগুন লাগল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। দমকলের চারটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে গভীর রাতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ব্রাত্যকে চিঠি শিক্ষকদের

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য চালু ওয়েস্ট বেঙ্গল হেল্থ স্কিমের আওতায় আসতে চেয়ে আবেদন জানালেন প্রাথমিক শিক্ষকরা। সেইসঙ্গে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কলকাতা পুরসভার অধীন স্কুলগুলি-সহ রাজ্যের সব স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষকদের পদোন্নতির সুবিধা চালু করার প্রস্তাব দিল রাজ্য তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে এ-ব্যাপারে চিঠিও দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ফিরে যেতেই রামলাল আতঙ্ক থেকে স্বস্তি বনকর্তাদের

প্রতিবেদন : ঝাড়গ্রামে রামলালের দাদাগিরি সুপরিচিত। তার ইচ্ছে হলে রাস্তায় কাঁঠাল ভেঙে খায়। ক্লান্ত লাগলে রাস্তাতেই ঘুমিয়ে পড়ে। তাতে যানজট হলেও সে গা করে না। এমনিতে নিরীহ বলে রামলালকে সাধারণ মানুষ এবং বন দফতরও খুব একটা ঘাঁটায় না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাড়গ্রাম সফরে এসেছিলেন সড়কপথে। বুনো হাতির দলকে নিয়ে বন দফতরের যত না চিন্তা ছিল, বেশি চিন্তা ছিল রামলালকে নিয়ে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর সফরকালে কড়া নজরদারিতে রাখা হয়েছিল তাকে। দুটো দিন রামলালও বেয়াদবি না করায় স্বস্তি বন দফতরের। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী ঝাড়গ্রাম ছাড়তেই রামলালের ওপর নজরদারি তুলে নেওয়া হয়। এক বনকর্তা জানালেন, রামলালকে নিয়ে টেনশনে ছিলাম। তবে ভালয় ভালয় পুরোটা মিটে গিয়েছে। ৬ ও ৭ অগাস্ট মুখ্যমন্ত্রী লোধাশুলি হয়ে ৫ নম্বর রাজ্য সড়ক ধরে ঝাড়গ্রামে আসেন। রাস্তায় শালবনি, গড়শালবনি ও জিতুশোল পড়ে। সেখানেই রামলালের ডেরা। তাই রামলাল যাতে হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রীর পথে এসে না পড়ে তার জন্য একজন বিট অফিসার-সহ ১৫ জনের হুলা পার্টির দল রামলালকে নজরবন্দি করে রাখেন। ঘটনাক্রমে মুখ্যমন্ত্রী ঝাড়গ্রামে থাকাকালীন কোনও হাতির হানা হয়নি।

স্ত্রীর অবর্তমানে গৃহশিক্ষিকার হাত ধরে টান, পিটুনি যুবককে

প্রতিবেদন : স্ত্রী বাড়িতে ছিলেন না। গিয়েছিলেন পাশের শিবমন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালতে। নাবালক দুই সন্তানকে পড়াতে এসেছিলেন গৃহশিক্ষিকা। সেই ফাঁকে বাড়ি ফেরে স্বামী। স্ত্রী নেই, সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে শিক্ষিকার হাত ধরে টানাটানি শুরু করে। গণধোলাইয়ের জেরে ওই যুবক এখন হাসপাতালে। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানা এলাকার ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত যুবকের বয়স বছর ৩৫। ভিনরাজ্যে সোনার কাজ করে। সম্প্রতি বাড়ি ফিরে এসেছে। শনিবার বিকেলে স্ত্রী গিয়েছিলেন বাড়ির পাশের শিবমন্দিরে। বাবার কাছে ছিল দুই সন্তান। একজন পড়ে প্রথম শ্রেণিতে, অন্যজন দ্বিতীয় শ্রেণি। ফাঁকা ঘরে পড়াচ্ছিলেন গৃহশিক্ষিকা। অভিযোগ, সেই সময়ে হঠাৎ ওই যুবক ঘরে ঢুকে হাত ধরে টানাটানি শুরু করে। প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেও পরে শিক্ষিকা চিৎকার করতে থাকেন। তাতেই ছুটে আসেন আশপাশের লোকজন। যুবককে বাড়ি থেকে বের করে দু-চার ঘা দেন। দাসপুর থানার পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করে। আহত যুবককে ঘাটাল মহকুমা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এসডিপিও দুর্লভ সরকার বলেন, অভিযুক্ত যুবক চিকিৎসাধীন। তার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের হয়েছে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

দুর্গোৎসবের থিমে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প

দেবব্রত বাগ ● ঝাড়গ্রাম

খুঁটিপুজোর মধ্য দিয়ে দুর্গাপুজোর সূচনা করল ঝাড়গ্রামের অন্যতম প্রাচীন ও জনপ্রিয় সংঘমিত্র ব্যায়াম সমিতি ক্লাব, সকালে মণ্ডপ প্রাঙ্গণে। সদস্যরা রাখি পরিয়ে ও মিষ্টিমুখ করিয়ে শুভারম্ভ করেন। এবছর ক্লাবের দুর্গোৎসব ৩৪তম বছরে। এবার থিম— 'আমরা আজও মাটির পুতুল গড়ি।' গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী মাটির শিল্প আজ বিলুপ্তির পথে। একসময়ের খ্যাতিমান মৃৎশিল্পীরা জীবিকার অভাবে শিল্পকর্ম ছেড়ে অন্য পেশায়। হারিয়ে যাওয়া শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা নিয়েছে সমিতি। মণ্ডপ, প্রতিমা, এবং সাজসজ্জায় তুলে ধরা হবে মাটির শিল্পের সৌন্দর্য ও তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা। ক্লাবের পক্ষে জানানো হয়েছে, এবারের বাজেট প্রায় নয় লক্ষ টাকা। মণ্ডপ নির্মাণে থাকছে শৈল্পিক ছোঁয়া, প্রতিমায় সূক্ষ্ম কারুকার্য, আলোকসজ্জায় যোগ হবে আধুনিক প্রযুক্তি। শুধু পুজো নয়, ক'দিন এলাকায় উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে দিতে ক্লাবের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান। শিশুদের জন্য থাকছে বিনোদনমূলক খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতা। অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ এবং নবমীর দিন খিচুড়ি ভোগ বিতরণ হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মুর্শিদাবাদের ডোমকলের শিয়ালমারি নদীতে স্নান করতে গিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একজনের ডুবে মৃত্যু হল। দেহের খোঁজে তল্লাশি চলছে

আমার বাংলা
11 August, 2025 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

ছাব্বিশের ভোটের জন্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস কর্মীদের চাঙ্গা করলেন চন্দ্রিমা

■ রবীন্দ্রভবনের কর্মিসভায় মহিলাদের ভিড়। ডানদিকে, সভার সূচনায় রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। রবিবার।

সংবাদদাতা, আসানসোল : রবিবার আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে এসে নতুন কর্মসূচির ঘোষণা করে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, মহিলাদের শক্তির মূল দিদির তৈরি তৃণমূল। এই বার্তা সকলের মধ্যে পৌঁছে দিয়ে আমাদের নতুন কর্মসূচি শুরু হল। পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠান থেকে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা ভাষাকে অপমান করার অধিকার কে দিয়েছে এই মর্মে কড়া ভাষায় ঝাঁঝাল বক্তব্য পেশ করেন তিনি। পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের পক্ষে আসানসোল রবীন্দ্র ভবনের কর্মিসভায় মন্ত্রী তথা রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে দলের মহিলা কর্মীদের চাঙ্গা করেন। সভায় ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক হরেরাম সিং, জেলা সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউরি-সহ অন্যরা।

আসানসোল

ছোট মাছ বাঁচাতে স্কোয়ার মেভ জাল ব্যবহারের সিদ্ধান্ত

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● দিঘা

মৎস্যকুল রক্ষা ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবার স্কোয়ার মেভ জালে জোর দিচ্ছেন মৎস্যজীবীরা। মূলত ব্যাগনেট ডায়মন্ড আকৃতির জাল ব্যবহারের ফলে ধরা পড়ছে একাধিক ছোট মাছ। এমনকী জ্বালানিও ব্যাপক পরিমাণে খরচ হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ছোট মাছ রক্ষা ও খরচ বাঁচাতে জাল পরিবর্তনের কথা ভেবেছে দিঘা ফিশারম্যান অ্যান্ড ফিশ ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন। সম্প্রতি ট্রলার মালিক এবং জাল নির্মাতাদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে সমস্ত ট্রলারে ব্যাগনেট ডায়মন্ড আকৃতির জালের পরিবর্তে স্কোয়ার মেভ জাল ব্যবহার করতে হবে। মূলত ব্যাগনেট ডায়মন্ড জালে ছোট মাছ ব্যাপক পরিমাণে ওঠে। এতে মৎস্যকুল সংকটের মুখে পড়তে চলেছে। এছাড়াও ওই জাল ব্যবহারের ফলে জ্বালানি খরচও অনেক বেড়ে যায়। তাই আর্থিক সাশ্রয় ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে মৎস্যজীবী সংগঠনের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ওড়িশার বেশ কিছু জায়গায় এই স্কোয়ার মেভ জাল ব্যবহার শুরু করা হয়েছে। এবার পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হবে এর ব্যবহার। দিঘা ফিশারম্যান অ্যান্ড ফিস ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্যামসুন্দর দাস বলেন, ছোট মাছ কম ধরা হলে ইলিশের পরিমাণ আরও বাড়বে। সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য অনেকটাই রক্ষা পাবে। তাই আমরা ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে স্কোয়ার মেভ জাল ব্যবহারের জন্য মৎস্যজীবীদের বলেছি। উল্লেখ্য, দিঘা-সহ আশপাশের এলাকার মৎস্যজীবীরা মূলত ব্যাগনেট ডায়মন্ড জাল ব্যবহার করেন। কয়েকদিনের মধ্যে তাঁদের স্কোয়ার মেভ জাল তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেপ্টেম্বর থেকে ওই জাল ব্যবহার করতে হবে।

লরির পিছনে ধাক্কা দিয়ে মৃত অন্য লরির চালক

সংবাদদাতা, মহিষাদল : দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে অন্য একটি লরি ধাক্কা দেওয়ায় মৃত্যু হল তার চালকের। শনিবার গভীর রাতে মহিষাদল থানার ১১৬ নং জাতীয় সড়কে কাপাসবেড়িয়া মোড় থেকে কিছুটা দূরে বাঁদিক চেপে একটি কন্টেনার বোঝাই লরি দাঁড়িয়েছিল। হলদিয়ার দিক থেকে কয়লা বোঝাই একটি লরি দ্রুতগতিতে এসে তার পিছনে সজোরে ধাক্কা মেরে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। গুরুতর জখম লরিচালককে পুলিশ তাম্রলিপ্ত মেডিক্যালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গিয়েছে, মৃত চালক শম্ভু যাদব (৪২) বিহারের বাসিন্দা।

বিজেপির ভাষাসন্ত্রাস, বাঙালিদের হেনস্থার প্রতিবাদে মহিষাদলে তৃণমূল-মিছিলে জনস্রোত

সংবাদদাতা, মহিষাদল : বাংলা ভাষায় কথা বলায় ইতিমধ্যে একাধিক বাঙালিকে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে বিজেপি-শাসিত বেশ কয়েকটি রাজ্যে। এই ঘটনা নিয়ে রাজ্য জুড়ে চলছে তৃণমূলের প্রতিবাদ-কর্মসূচি। রবিবার বিকেলে পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ডাকা ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে একটি মিছিলে মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মিছিলের নেতৃত্ব দেন স্থানীয় বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিউলি দাস, ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুদর্শন মাইতি, জেলা পরিষদ সদস্য পূর্ণেন্দু জানা, সীমা মাইতি প্রমুখ। মহিষাদল পরিক্রমা করে এই মিছিল। সমস্ত ধর্মের মানুষের উপস্থিতি ছিল এই মিছিলে। বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী বলেন, বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য বিজেপির রাজ্যগুলিতে যেভাবে বাঙালিদের হেনস্থা হতে হচ্ছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সকল স্তরের মানুষকে নিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমেছি।

■ মহিষাদলে ভাষা আন্দোলনের মিছিলে নেতৃত্বে বিধায়ক।

■ রবিবার ছিল বাংলার ২৪ শ্রাবণ, ১৪৩২। ইংরেজির ১০ অগাস্ট, ২০২৫। তারকেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে গেলেন বজবজ বিধানসভার বিধায়ক অশোক দেব এবং বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত সহ একাধিক তৃণমূল কর্মী। সেইসঙ্গে তারকেশ্বরে যাওয়া পুণ্যার্থীদের নিজের হাতে খাবার তুলে দিলেন।

জঙ্গলবৃদ্ধিতে পরোক্ষ-সহায়ক বুনো হাতির বিষ্ঠা

প্রতিবেদন : ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহলের শ্রীবৃদ্ধি ও আয়তন বাড়ছে। এর জন্য পরোক্ষে অনেকটাই সাহায্য করছে বুনো হাতির দল, এই তথ্য জানা গিয়েছে বন দফতর সূত্রে। ফলে উচ্ছ্বসিত বনকর্মী থেকে বনাধিকারিকেরা। জঙ্গল ঘুরে দেখা গিয়েছে প্রচুর নতুন গাছের জন্ম হয়েছে। এর পিছনে রয়েছে হাতির বিষ্ঠা। বুনো হাতিদের বিষ্ঠা নিয়ে পরীক্ষানীরিক্ষা চালিয়েছিল বন দফতর। তাতেই মিলেছে এই তথ্য। দেখা যায়, ওই বিষ্ঠার মধ্যে বিভিন্ন ফলের বীজ থেকে গিয়েছে। আর সেই বিষ্ঠাই মাটিতে মিশে জন্ম হয়েছে জাম, বেল, কুরচি, জংলি আলু, জংলি খেজুরের চারাগাছ। এইসব গাছ ও তার ফল হাতিদের প্রিয় খাদ্য। পাশাপাশি জঙ্গলে হাতিদের জন্য যথেষ্ট খাবারও রয়েছে বলে মনে করে বন দফতর। বন দফতর সূত্রে খবর, সম্প্রতি ঝাড়গ্রাম এলাকার এক জঙ্গলে দেখা যায় হাতির বিষ্ঠা থেকে জন্মেছে পাঁচ ধরনের চারা গাছ। হাতির দল জংলি খেজুরের শিকড়, জংলি আলুর লতা, বেল বা জাম খেতে পছন্দ করে। বন দফতর মনে করছে হাতির দল জঙ্গলে পছন্দের খাবার পাচ্ছে। তবে হাতিরা খাদ্যের স্বাদ বদল করে। বিশেষ করে জঙ্গলের মরশুমি ফল, লতা, গাছ শেষ হয়ে গেলে লোকালয়ে চলে এসে খাবারের তল্লাশি চালায়। তাই বন দফতর বেশি জোর দিচ্ছে জঙ্গলে হাতির পছন্দের গাছ লাগানোর উপর। হাতি ও মানুষের সহাবস্থান বজায় রাখতে এবং হাতির হানায় ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে তারা নানা পদক্ষেপ করছে। হাতির পছন্দের গাছ আরও বেশি করে লাগানো হবে জানিয়ে এই ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমামের বক্তব্য, আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি বিভিন্ন জঙ্গলে এলিফ্যান্ট ডাং বা বিষ্ঠা থেকে পাঁচ রকমের চারা গাছ জন্মেছে। ফলে স্পষ্ট, হাতিরা জঙ্গলে এই সব গাছ থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করছে। পাশাপাশি তারা অজান্তে জঙ্গলে গাছবৃদ্ধিতে সাহায্য করছে।

ঝাড়গ্রাম

■ বাংলাভাষীদের ওপর বিজেপির সন্ত্রাস, অত্যাচার এবং বাংলা বিদ্বেষী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মানববন্ধনের মাধ্যমে রবিবার শালবনি বাজারে ব্লক যুব তৃণমূলের প্রতিবাদ-কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য যুব তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ সিংহ, ব্লক তৃণমূল সভাপতি জ্যোতিপ্রসাদ মাহাত, ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি সুব্রত সানি-সহ যুব নেতৃত্ব।

আমার বাংলা

11 August, 2025 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এবার চণ্ডীপুরে মুখ পুড়ল রাম-বাম জোটের

সমবায়ে বড় জয় তৃণমূলের

সংবাদদাতা, চণ্ডীপুর : সমবায় নির্বাচনে তৃণমূলের কাছে ক্রমাগত ধরাশায়ী হচ্ছে বিজেপি এবং সিপিএম। এবার চণ্ডীপুর ব্লকে সমবায় সমিতির নির্বাচনেও দেখা গেল তৃণমূলের জয়জয়কার। রবিবার বিকেলে নির্বাচনের ফল প্রকাশ হতেই সবুজ আবিরে ঢেকে যায় এলাকা। জানা গিয়েছে, রবিবার চণ্ডীপুরের দ্বিতীয় খণ্ড জলপাই গ্রামসভা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচন ছিল। মোট আসন সংখ্যা ছিল ৪৭। ৪৩টি আসনেই জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থীরা। বাকি চারটি আসন পায় রাম-বামেদের জোট। রবিবার এই নির্বাচন ঘিরে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো। এই সমবায় নন্দপুর বরাঘুনি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে পড়ে, যে গ্রাম পঞ্চায়েত এখন তৃণমূলের হাতে থাকলেও যে তিনটি গ্রামসভা এলাকা নিয়ে এই সমবায় গঠিত সেগুলি বিজেপির দখলে। লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে চণ্ডীপুরে এগিয়েছিল বিজেপি। সেই জায়গায় তৃণমূলের এই জয় এলাকায় শাসক দলের শক্তিবৃদ্ধিরই ইঙ্গিত। প্রাক্তন বিধায়ক অমিয় ভট্টাচার্য ও ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুনীল প্রধানের নেতৃত্বে পাড়ায় পাড়ায় নিবিড় জনসংযোগ ও প্রচারের মাধ্যমেই মিলেছে দলের এই সাফল্য। অবশ্য আগেও এই সমবায়টি তৃণমূলের হাতেই ছিল। রবিবার বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে। এই সমবায়ের মোট ভোটার ১১৪৯-এর মধ্যে ভোট পড়ে ৮০ শতাংশ। বিকেলে জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বিজয় মিছিলে শামিল হন প্রাক্তন বিধায়ক অমিয় ভট্টাচার্য-সহ অন্য নেতারা। জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রাক্তন বিধায়ক বলেন, বিরোধীদের আসন সমঝোতা দেখেই স্পষ্ট হয়ে যায় ফলাফল। রাম-বামের আঁতাত ভাল চোখে নেয়নি সাধারণ মানুষ। আগামী দিনে যত নির্বাচন হবে মানুষ তৃণমূলের উন্নয়নের পক্ষেই রায় দেবেন। বিজেপির ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পাশে বাংলার মানুষ নেই।

ফল ঘোষণার পর জয়ী তৃণমূল প্রার্থীদের শংসাপত্র নিয়ে উল্লাস।

ভোটার লিস্ট নিয়ে আলোচনা মন্ত্রীর

সংবাদদাতা, সবং : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ভোটার লিস্টের স্ক্রুটিনি নিয়ে সবংয়ে রবিবার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভা করলেন সেচমন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। তাঁর উদ্যোগে এই আলোচনাসভায় যোগ দেন পিংলার ৩ ও সবংয়ের ৫টি অঞ্চলের বুথ সভাপতিরা। সেই সঙ্গে ছিলেন এলাকার বিএলএরা। তাঁদের নিয়ে ভোটার লিস্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সবং ব্লক তৃণমূল সভাপতি আবু কালাম বক্স, পিংলা ব্লক তৃণমূল সভাপতি সেখ সবেরাতি-সহ অন্যরা।

পুলিশকর্মীদের সম্প্রীতির রাখি

সংবাদদাতা, আসানসোল : আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীন দুর্গাপুরের কোক ওভেন থানার পক্ষ থেকে পালন হল সম্প্রীতির রাখিবন্ধন। পুলিশকর্মীরা একে অন্যের হাতে রাখি পরিয়ে সংহতি ও নিরাপত্তার বার্তা দেন। থানার সামনে পথচলতি মানুষের হাতেও রাখি পরিয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা জানান পুলিশকর্মীরা। রাখি উপলক্ষে সম্প্রীতির বার্তা দেন থানার আধিকারিক মহম্মদ মইনুল হক।

বৃদ্ধাশ্রমে রাখিবন্ধন প্রতিবন্ধী পড়ুয়াদের

সংবাদদাতা, অন্ডাল : রাখি উৎসব পালন করলেন অন্ডালের খান্দরা উর্ধ্বতন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যরা। শনিবার বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের পুরনো দিন ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে। খান্দরা বিধানচন্দ্র প্রতিবন্ধী কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের হাতে রাখি পরিয়ে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনী প্রতিবন্ধী পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি অনুপকুমার সিনহা জানান, এবছরও রাখিবন্ধন উৎসব পালন করা হল বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের মন ভাল করতে।

১০ অবৈতনিক কোচিং সেন্টারে সম্প্রীতির রাখিবন্ধনে জেলা পুলিশ

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের উদ্যোগে শনিবার সাঁকরাইল ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের অবৈতনিক কোচিং সেন্টার 'দিশা'য় উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হয় রাখিবন্ধন দিবস। বহড়াদাঁড়ি, ভালুকখুলিয়া, রগড়া, ভালকিশোল, তালাই-সহ মোট দশটি কোচিং সেন্টারে ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুলিশকর্মীরা রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরাও একে অপরের হাতে রাখি পরিয়ে সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা ছড়িয়ে দেয়। পুলিশের তরফে সকলকে মিষ্টি ও চকোলেট দেওয়া হয়। কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সম্প্রীতি, ভালবাসা ও একতার বন্ধন দৃঢ় করা। সাঁকরাইল থানার ওসি নীলমাধব দোলাই জানান, দিশা অবৈতনিক কোচিং সেন্টারের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দিনটি উদযাপন করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি সভাপতির ইস্তফা ভাগ বাঁটোয়ারা বলে কটাক্ষ করল তৃণমূল

নন্দীগ্রাম

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : নন্দীগ্রামে বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির ইস্তফা নিয়ে শুরু হয়েছে বিভ্রান্তি। যা থেকে প্রকাশ্যে এসেছে বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্ব। জানা গিয়েছে, নন্দীগ্রাম ১ পঞ্চায়েত সমিতি বর্তমানে বিজেপির দখলে। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি শ্যামলকুমার সাহু দিন কয়েক আগে দলের কাছে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন বলে বিজেপির একাংশেরই দাবি। যদিও এই ঘটনা নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে শ্যামলবাবু। অন্যদিকে এই গোটা ঘটনার পিছনে বিজেপির ভাগ-বাঁটোয়ারা থাকাকেই দায়ী করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। উল্লেখ্য, ওই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে কর্মাধ্যক্ষদের মতের অমিল চলছিল। বেশ কয়েকবার প্রকাশ্যে এসেছে সেই অমিলের খবর। এই পরিস্থিতিতে সভাপতি ইস্তফা দেওয়ায় অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি। বিজেপির এই অস্বস্তি ভোট বাক্সে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। ইস্তফার কথা মেনে নিয়ে তমলুক সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মেঘনাদ পাল বলেন, ইস্তফা জমা দিয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। আমরা নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে সমস্যা সমাধান করে নেব। নন্দীগ্রামের তৃণমূল নেতা শেখ শামসুল কটাক্ষ করে বলেন, ওদের নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে গন্ডগোলের কারণেই সভাপতির এই ইস্তফা। এর ফলে মানুষের কাছে বিজেপির আসল চেহারা আরও স্পষ্ট হয়ে গেল। এখানে ওদের পায়ের নিচের মাটি হারিয়ে যাচ্ছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের রাখি এবার ভাল বাজার পেয়েছে

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : সোশ্যাল মিডিয়ার যুগেও এবার রাখির চাহিদা ছিল তুঙ্গে। সেই কথা মাথায় রেখেই এবার উল-সুতো-কাপড় দিয়ে রাখি তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। তাঁদের তৈরি রাখি এবার দেদার বিক্রি হয়েছে। প্রশাসন কর্তারা জানাচ্ছেন, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি, গড়বেতা ৩ ব্লক-সহ বিভিন্ন এলাকার মহিলারা রাখি তৈরি করেছেন। হাতে তৈরি সেই রাখি স্থানীয় দোকানের মাধ্যমে বিক্রি হয়েছে। দাম তুলনামূলক কম হওয়ায় বহু মানুষ কিনেছেন সেই রাখি। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের বক্তব্য, এবছর রাখির চাহিদা বেশি ছিল। বহু মানুষ রাখি কিনেছেন। মার্কেটিং ভাল হলে বিক্রির পরিমাণ আরও অনেকটাই বাড়ত। অতিরিক্ত জেলাশাসক (কৃষি) গোবিন্দ হালদার বলেন, জেলার প্রত্যন্ত এলাকার মহিলারা ঋণ পাওয়ায় তাঁদের উপকার হচ্ছে। ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের ভাল স্থানে আছে পশ্চিম মেদিনীপুর। তবে এবছর রাখি তৈরি করে মহিলারা তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের তৈরি রাখি ভালই বিক্রি হয়েছে। প্রসঙ্গত, মহিলাদের স্বনির্ভর করার বার্তা দিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইমতো জেলার মহিলাদের নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে প্রশাসনের উদ্যোগে। রাজ্য সরকার চাইছে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জেলার হস্তশিল্পেরও বিকাশ হোক। বেশ কিছু বছর ধরেই প্রশাসনের তরফে ঋণ দেওয়ার কাজ হচ্ছে। গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গৃহবধূরাও স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছেন। এর ফলে কর্মসংস্থানও অনেক বেড়েছে। শুধু মেদিনীপুর জেলাতেই ৭০ হাজারের বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। প্রসঙ্গত, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলার কথায় গড়বেতা ৩ ব্লকের এক গোষ্ঠীর মহিলারা প্রায় ৩ হাজার রাখি তৈরি করেছেন। সেই রাখি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হয়। বিক্রিও হয়েছে খুব ভাল। গড়বেতা ৩ ব্লকের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাজের পর্যবেক্ষক দেবারতি মেইকাপ গুহ বলেন, মহিলারা যত্ন সহকারে রাখি তৈরি করেছেন। আরও আগে রাখি তৈরির কাজ করলে বিক্রির পরিমাণও আরও বাড়ত। তবে সকলের সহযোগিতা পেয়েছি বলেই সম্ভব হল।

রাখি তৈরিতে ব্যস্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাঁওয়ে রবিবারও সেনার সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির বিনিময় হয়। শনিবার কিস্তোয়ারের ২৬টি বাড়িতে তল্লাশি চালাবার পর এদিন ভুল এলাকায় অভিযান চালায় সেনা

রাজধানীর রাজপথে বিজেপি-কমিশনের কারচুপির প্রতিবাদ

তৃণমূলের নেতৃত্বে বিরোধীদের কমিশন ঘেরাও অভিযান আজ

প্রতিবেদন: জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিত পথে আজ দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনের কার্যালয় ঘেরাও অভিযান তৃণমূল-সহ বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার। নির্দেশে নিবিড় সংশোধনীর নামে বিহারের ভোটার তালিকা থেকে যেভাবে নাগরিকদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত শুরু করেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই বিরোধীদের এই ঘেরাও অভিযানের প্রস্তাব দেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সেই প্রস্তাবে সাড়া দিয়েই এই কর্মসূচিতে শামিল হচ্ছে ইন্ডিয়া জোটের বিরোধী দলগুলো। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন আপ এখন জোটে না থাকলেও তৃণমূলের সঙ্গে সুসম্পর্কের সুবাদে এই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে তারাও। লক্ষণীয়, কয়েকদিন আগে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে বিজেপি-কমিশনের ভোটচুরির

বিষয়ে আলোচনা হয় লোকসভায় তৃণমূল দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর মধ্যে।

তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো দলের সব সাংসদই আজ, সোমবার সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে ঢুকে যাবেন সংসদ ভবনে। বিরোধীরা বৈঠকে বসবেন নিজেদের মধ্যে। তারপরেই শুরু হবে নির্বাচন কমিশন অভিযান। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, তামিল, মালায়লম, মারাঠি-সহ প্রতিটি ভাষাতেই থাকছে পোস্টার-প্ল্যাকার্ড। ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা এই পোস্টার এবং প্ল্যাকার্ড বুকে ধরে এগিয়ে যাবেন নির্বাচন কমিশনের দিকে। তৃণমূল সাংসদদের বুকে থাকবে জয় হিন্দ, জয় বাংলা লেখা ব্যাজ। যতদিন সংসদ চলবে ততদিন বুকে থাকবে এই ব্যাজ। কমিশন ঘেরাও অভিযানে সাংসদরা তুলবেন ভোট চুরির বিরুদ্ধে আওয়াজ। দেবেন স্লোগান। বিজেপি এবং কমিশনকে সমঝে দেবেন এসআইআরের অজুহাতে ভোটার তালিকায় কারচুপির প্রশ্নে কোনও আপস নয়। তৃণমূলের সুস্পষ্ট হুঁশিয়ারি, বিজেপি-কমিশন যৌথ চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে সংসদের ভেতরে-বাইরে।

তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বললেন, বিজেপি পরিকল্পিতভাবে বাংলা ভাষা এবং বাংলার মনীষীদের অপমান করছে। ভারত বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, বহু ভাষা, সংস্কৃতি এবং বহুত্ববাদের দর্শনে বিশ্বাসী। বিজেপি ঠিক করে দেবে না এই দেশের মানুষ কোন ভাষায় কথা বলবেন। সোমবারের বিক্ষোভে বাংলা-সহ বিভিন্ন ভাষার পোস্টার, ব্যানার থাকবে। বাংলা, তামিল, মালায়লম, মারাঠি, হিন্দি, ইংরেজি-সহ বিভিন্ন ভাষায় আমরা আমাদের দাবি তুলে ধরব।

ন্যায়বিচার পৌঁছতে হবে জনতার দরবারে

প্রতিবেদন: শুধুমাত্র শাসক ও ক্ষমতাবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, ন্যায় পৌঁছতে হবে জনতার দরবারে। রবিবার এই মন্তব্য করেছেন, প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই। রবিবার গুয়াহাটি হাইকোর্টের ইটানগর বেঞ্চে নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন তিনি। সেই অনুষ্ঠানে তাঁর ওই মতামত প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। তাঁর কথায়, বিচারবিভাগ, আইনসভা ও নিবাহীবিভাগ, সকলের কাজ জনগণের সেবা করা। আমি সর্বদা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে। আমি বিশ্বাস করি, ন্যায়বিচার জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছনো উচিত। আমরা সকলেই এখানে আছি জনগণের কাছে ন্যায়বিচার পৌঁছে দেওয়ার জন্যই। আদালত, বিচারবিভাগ, আইনসভা কোনও শাসকশ্রেণি বা কর্মকর্তাদের জন্য নয়।

ক্ষতিপূরণের নামে নামমাত্র অর্থ, চেক ফিরিয়ে দিলেন উত্তরকাশীর দুর্গত মানুষ

প্রতিবেদন: ক্ষতিপূরণের নামে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। তুমুল বিক্ষোভ হড়পা বান বিধ্বস্ত উত্তরকাশীতে। উত্তরাখণ্ডের গেরুয়া সরকার ঘোষণা করেছিল মৃতদের পরিবার ও ক্ষতিগ্রস্তদের ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে ৫০০০ টাকার চেক প্রশাসন ধরিয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ, আশ্রয়হারা মানুষজনের। অনেকেই নিতে অস্বীকার করছেন এই সামান্য অঙ্কের চেক। তাঁদের যুক্তি, হড়পা বানে তাঁরা ঘরবাড়ি সব হারিয়েছেন। কী হবে এই সামান্য টাকায়? কিন্তু প্রশাসন তাৎক্ষণিক সাহায্য বলে এই সামান্য টাকা ধরিয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে ফেলছে। প্রশাসনের অজুহাত, ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখে পুরো টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু সেকথা বিশ্বাস করছেন না ক্ষতিগ্রস্তরা। এদিকে উত্তরকাশীর বিধ্বস্ত এলাকায় জন্ম নিয়েছে এক নতুন হ্রদ। ঘর-বাড়ি, সহায়-সম্বল সব গিয়েছে। কিন্তু ভিটেমাটি এমনভাবে চলে যাবে যেখানে চাইলেও আর নতুন করে বসতি গড়ে তোলা যাবে না, এটা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেননি উত্তরকাশীর এই এলাকার মানুষগুলো। পাহাড়ের ঢালে ঘর আর কী করেই বা

বানাবেন। তাঁদের জমি চলে গিয়েছে আস্ত একটা হ্রদের গ্রাসে। বাস্তুজমি, জাতীয় সড়কের একটা অংশ, সেনা ছাউনির হেলিপ্যাড— সব গিলে নিয়েছে সেই হ্রদ। উত্তরকাশীর হরশিল গ্রামের একাংশ জুড়ে তৈরি হওয়া এই হ্রদের কী নাম দেবেন, এখন ভাবছেন স্থানীয়রা।

পার্লামেন্টের ডায়েরি

আবাস যোজনা, ডেরেকের প্রশ্নে তীব্র অস্বস্তিতে কেন্দ্র

■ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রকৃত তথ্য দাবি করে সংসদে মোদি সরকারকে রীতিমতো চেপে ধরলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। কাগজে কলমে যে হিসাব দেখায় কেন্দ্র, তার সঙ্গে বাস্তবের মিল কতটা তা জানতে চাইলেন ডেরেক। রাজ্যসভায় লিখিতভাবে প্রশ্ন তুললেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় এখনও পর্যন্ত কত অর্থ দেওয়া হয়েছে এবং কত অর্থ বকেয়া রয়েছে। এ-ব্যাপারে বিশেষভাবে বাংলা সংক্রান্ত তথ্য দাবি করেন তিনি। জানতে চান অন্যান্য রাজ্য তো বটেই, ২০২২ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের জন্য এই খাতে কত টাকা দেওয়া হয়েছে। ডেরেকের প্রশ্ন, ২০১১ অর্থনৈতিক এবং জাতিগত গণনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপকৃতদের তালিকা নতুন করে তৈরি করবে কি না। বাড়ি প্রতি বরাদ্দের অঙ্ক বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্র কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করেছে কি না সে-কথাও জানতে চান ডেরেক। তাঁর চাঁচাছোলা প্রশ্নে অত্যন্ত অস্বস্তিতে পড়ে যান কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রশেখর প্রেমাসবামী। ডেরেকের প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেন নি তিনি।

১০০ দিনের কাজে রাশ টানছে কেন্দ্র? লোকসভায় প্রশ্ন মহুয়ার

■ ১০০ দিনের কাজে খরচের অঙ্কে কি আচমকাই রাশ টানল কেন্দ্রীয় সরকার। এটা কি সত্যি, চলতি আর্থিক বছরে এই খাতে বাজেট বরাদ্দের ৬০ শতাংশের বেশি খরচ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে? এর ফলে কি গরিব মানুষ কাজের সুযোগ এবং ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হবে না? লোকসভায় প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তাঁর মতে, এর ফলে ১০০ দিনের কাজের মজুরিও সময়মতো নিয়মিত পাবেন না শ্রমজীবী মানুষ। তিনি জানতে চান, চলতি আর্থিক বছরে এবং আগের বছরগুলিতে শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা কত? প্রতিমাসে এই বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দিতে গড়ে কত টাকা করে বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র?

সমগ্র শিক্ষা অভিযান, সংসদে হিসেব চাইলেন বাপি হালদার

■ সমগ্র শিক্ষা অভিযান এবং পিএম-শ্রী প্রকল্পে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে কত টাকা ব্যয় করেছে কেন্দ্র? লোকসভায় প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল সাংসদ বাপি হালদার। বিশেষ করে বাংলার জন্য ও কেরলের জন্য ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে কত টাকা খরচ করা হয়েছে। তার বছরভিত্তিক হিসেব চাইলেন। বিভিন্ন স্কুলের পরিকাঠামো ও মানন্নোয়নের জন্য তাঁর লোকসভা কেন্দ্র মথুরাপুরে কতগুলি প্রস্তাব বিবেচিত হচ্ছে তা জানতে চান তৃণমূল সাংসদ।

গ্রিনফিল্ড ট্যুরিস্ট স্পট নিয়ে সংসদে প্রশ্ন কীর্তি আজাদের

■ পরিবেশবান্ধব পর্যটনকেন্দ্রের জন্য কেন্দ্র কী উদ্যোগ নিচ্ছে, লোকসভায় তা জানতে চাইলেন তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ। কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রীর কাছে তাঁর প্রশ্ন, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গ্রিনফিল্ড ট্যুরিস্ট স্পট চিহ্নিত করার কাজে কতটা অগ্রগতি হয়েছে। এই ধরনের পর্যটন কেন্দ্রের পরিকাঠামো তৈরির কাজ কতটা এগিয়েছে?

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভারতের বাণিজ্য রাজধানী মুম্বইয়ে ভয়ঙ্কর যানজটের শিকার ৪৯ বছরের মহিলা ছায়া পূরবী। মাথায় গাছের ডাল ভেঙে গুরুতর জখম ওই মহিলাকে অ্যাম্বুল্যান্সে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল হাসপাতালে। যানজটে পথেই মৃত্যু হল তাঁর

বিহারে ধরা পড়ল কমিশনের চূড়ান্ত কারচুপি

একই বাড়িতে ২৩০ ভোটার, রয়েছে বহুদিন আগে মৃত সদস্যদের নামও

প্রতিবেদন: অবাক কাণ্ড! বিহারেই ভোটার তালিকা নিবিড় সংশোধনীর নামে নির্বাচন কমিশনের কারচুপি কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা হাতেনাতে প্রমাণ মিলল আবার। একই পরিবারের ভোটার হিসাবে নাম উঠেছে ২৩০ জনের। এদের মধ্যে অনেকেরই মৃত্যু হয়েছে অনেকদিন আগেই। কিন্তু তবুও কমিশন বাদ দেয়নি তাদের নাম।

ইচ্ছামতো ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন। আবার ইচ্ছামতো তালিকা থেকে নাম বাদ। লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন যৌথভাবে যে খেলা শুরু করেছে বিরোধীদের চাপে এবার তার পর্দা খুলে গিয়েছে। ১ অগাস্ট বিহারের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর থেকে একের পর এক সামনে এসেছে তালিকায় কারচুপি। আর

এবার সামনে এল একই বাড়িতে ২৩০ জন ভোটারের অস্তিত্ব। পরিবারের মৃত সদস্যদের নামও ভোটার হিসাবে তালিকায় ঢুকিয়ে দিয়েছে কমিশন।

বিহারের জামুই জেলার আমীন গ্রামে একটি বাড়ি থেকে ২৩০ জন ভোটারের অস্তিত্বের অভিযোগ করেছেন সেই পরিবারেরই বাসিন্দারা। একদিকে যদি কমিশনের কর্মীদের গাফিলতিতে এই ঘটনা ঘটে থাকে তবে কমিশনের উপর মহল কেন তা খতিয়ে দেখেনি, প্রশ্ন পরিবারের। অভিযোগ, এটা শুধুমাত্র গাফিলতি নয়। ভোটার তালিকায় কারচুপি করতে ইচ্ছাকৃতভাবে তালিকায় নাম ঢোকানো হয়েছে, দাবি পরিবারের।

আমীন গ্রামের ৩ নম্বর বাড়িতে ২৩০ জন পরিবারের সদস্যের অস্তিত্ব নেই বলেই দাবি সদস্যদের। এ পর্যন্ত পরিবারের যত ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে সবার নামই তালিকায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, জানাচ্ছেন তাঁরা। এত বছরেও তাঁদের নাম কমিশনই বাদ দেয়নি বলেও অভিযোগ। বহু বছর আগে মৃত আসগর মহম্মদের নাম যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে তিন বছর আগে মৃত কৌসর খাতুনের নামও।

ইজরায়েলের বিরুদ্ধে একজোট মধ্যপ্রাচ্যের ২০ দেশ

প্রতিবেদন: ইহুদি সেনার গাজা দখলের প্রস্তুতি যখন চূড়ান্তপর্বে ঠিক তখনই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে একাট্টা হল মধ্যপ্রাচ্যের ২০টি দেশ। ইজরায়েলের এই পদক্ষেপকে বিপজ্জনক এবং উসকানিমূলক বলে মনে করছে এই দেশগুলো। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক স্তরে দেখা দিয়েছে নয়া সমীকরণ। লক্ষণীয়, এতদিন পর্যন্ত ইজরায়েলের আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বেশকিছু দেশ বিচ্ছিন্নভাবে তাদের উষ্মা প্রকাশ করলেও লেবানন কিংবা ইরান ছাড়া কোনও দেশই কিন্তু সরাসরি কোনও সংঘাতে জড়ায়নি। এবারে ইজরায়েলের গাজা দখলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে যে ২০টি দেশ জোট বেঁধেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মিশর, সৌদি আরব, তুরস্ক, কাতার এবং জর্ডনের মতো দেশ। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ইজরায়েলের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সরব হয়েছে রাষ্ট্রসংঘও। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো নেতানিয়াহুর এই পদক্ষেপকে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন বলে অভিযোগ করেছে। এক যৌথ বিবৃতিতে তারা বলেছে, এই সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক বৈধতার বিরুদ্ধে একতরফা পদক্ষেপ। যা আন্তর্জাতিক আইন লঙঘন তো বটেই, বৈধতার বিরুদ্ধে একতরফা পদক্ষেপ। অবৈধ দখলদারিকে বৈধ করার অন্যায় প্রচেষ্টা। মিশর এবং সৌদি আরব ইজরায়েলের পরিকল্পনাকে প্যালেস্টিনীয়দের বাস্তুচ্যুত করার অপচেষ্টা বলে উল্লেখ করেছে। সৌদি আরব এই প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা না দিলে ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, এই পদক্ষেপ গাজায় মানবিক সংকটকে আরও ভয়াবহ করবে।

রুশ মহিলার বিরুদ্ধে ব্লু কর্নার নোটিশ জারি

প্রতিবেদন: কলকাতার বাঙালি চাকরিজীবী সৈকত বসুর রুশ স্ত্রী ভিক্টোরিয়া বসুর বিরুদ্ধে ব্লু- কর্নার নোটিশ জারি করেছে ইন্টারপোল। একটি দেশের অভিযুক্ত অন্য দেশে পালিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ এবং তাকে শনাক্তকরণ করে হেফাজতে নেওয়ার উদ্দেশ্যে এই নোটিশ জারি করে থাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ দমনকারী পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোল। গত মাসে নিজের শিশুসন্তান স্যাভিওকে নিয়ে লুকিয়ে ভারত থেকে পালিয়ে গিয়েছেন রুশ নাগরিক ভিক্টোরিয়া ঝিগালিনা। এর পরেই নিজের সন্তানের হেফাজত চেয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন চন্দননগরের আদি বাসিন্দা, কলকাতার একটি খ্যাতনামা সংস্থায় কর্মরত সৈকত বসু। তাঁর মামলার শুনানিতে কড়া অবস্থান গ্রহণ করে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সূর্য কান্ত সাফ জানতে চান, সৈকত ও ভিক্টোরিয়া—স্বামী-স্ত্রীর এই বিবাদের মাঝে যখন দিল্লি পুলিশকে কড়া নজরদারি চালাতে বলা হয়েছিল, তখন কীভাবে শিশুসন্তানকে নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারলেন ভিক্টোরিয়া। এই সময়েই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি আদালতকে জানান, ভারত থেকে কাঠমান্ডু এবং সেখান থেকে শারজা হয়ে মস্কোয় পালিয়ে গিয়েছেন ভিক্টোরিয়া। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন নিজের শিশুসন্তানকে। এর পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সূর্য কান্ত সাফ জানান, সুপ্রিম কোর্টের হেফাজত থেকে যেভাবে শিশুসন্তানকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন ভিক্টোরিয়া, তা কোনওভাবেই মানা হবে না। বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের তরফে সাফ জানানো হয়, দিল্লি পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যর্থতা ক্ষমার অযোগ্য।

আকাশসীমা বন্ধের মাশুল, পাকিস্তানের ক্ষতি ১২৭ কোটি

প্রতিবেদন: একেই বলে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ। ভারতীয় বিমানের জন্য নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ করে বিশাল আর্থিক ক্ষতি হয়েছে পাকিস্তানের। মাত্র দু'মাসে ১২৭ কোটি টাকা রাজস্ব হারিয়েছে পাকিস্তান। এমনিতেই গুরুতর আর্থিক সংকটে ভুগছে তারা। তার উপর ওভারফ্লাইং রেভিনিউ বাবদ এত বড় ক্ষতির ধাক্কা, গভীর দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে সেদেশের সরকারকে। পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার পরেই পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত করে দেয় ভারত। পালটা ভারতের সমস্ত বিমানের জন্য তাদের আকাশপথ বন্ধ করে দেয় পাকিস্তান। তারই পরিণতি এই বিশাল আর্থিক ধাক্কা। ২৪ এপ্রিল ৩০ জুনের মধ্যেই এই ১২৭ কোটি রাজস্ব পাকিস্তান হারিয়েছে। পাকিস্তানের মিডিয়াতেই ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছে এ খবর। মাথায় হাত সে-দেশের শাসকের। এই ক্ষতি সামাল দেবে কী করে তা ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছে না তারা।

রক্ষাকবচেই লাগামহীন

(প্রথম পাতার পর)

বলে, তাদের ছুঁড়ে ফেলা দেওয়া উচিত বাংলার রাজনীতি থেকে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ বা মধ্যপ্রদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি চলে না বাংলায়। বিচারপতি মান্থা গদ্দারকে অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচ দিয়েছেন। সেই রক্ষাকবচকে সামনে রেখে যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছে। এটা চলতে পারে না।

দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ রবিবার চুঁচুড়ায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, বিরোধী দলনেতাকে বেপরোয়া করেছেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। কুকথার দায় শুধু গদ্দার নয়, নিতে হবে বিচারপতি মান্থাকেও। কেন? কারণ ব্যাখ্যা করে কুণাল বলেন, বিচারপতি বারবার অন্যায় কাজে তাকে রক্ষাকবচ দিয়ে আরও বেপরোয়া হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। বারবার প্ররোচনামূলক ঘটনা ঘটিয়েছে বিজেপির এই নেতা। বিভিন্ন মামলায় বিচারপতি তাকে রক্ষাকবচ দিয়েছেন। তার জেরেই এই ঔদ্ধত্য। এরপর কুণাল পুরাণের গল্পের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে গদ্দারের হেরে যাওয়াটা কেমন হবে তা ব্যাখ্যা করে বলেন, ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে মহিষাসুর বড়বড় কথা বলতেন। ঠিক সেইরকম, রক্ষাকবচের বলে বলীয়ান হয়ে গদ্দার এসব কাজ করে চলেছে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে মহিষাসুরের পতন হয়েছিল দেবী দুর্গার হাতেই। গদ্দার যেন এই ইতিহাসটা মনে রাখে। গদ্দার অধিকারীর অশালীন ভাষা নিয়ে বাংলার সব মহলেই সমালোচনার ঝড়। এমনকী গদ্দারের দলের নেতা দিলীপ ঘোষও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, যা বলা হয়েছে তা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। সিপিএম এই দোষে দুষ্ট হয়েও বাধ্য হয়েছে গদ্দারের সমালোচনা করতে। সব মিলিয়ে বেকায়দায় গদ্দার। একদিকে স্পষ্ট হয়েছে, দলে তার সঙ্গে কেউ নেই। সুকান্ত-দিলীপ-শমীক কেউই শনিবারের কর্মসূচিতে ছিলেন না। নবান্ন দূরে থাক, পুলিশি ব্যবস্থায় পার্ক স্ট্রিটের বাইরে পা ফেলতে পারেনি গদ্দার। সেইসঙ্গে হাজার দুয়েক লোক নিয়ে যে নাটকটি তিনি করেছেন তাতে পরিষ্কার, গদ্দারের রাজনীতিকে বাংলার মানুষ বর্জন করেছেন।

কোর্ট ও বিরোধীদের প্রবল চাপ

(প্রথম পাতার পর)

এতদিন যা বলা হচ্ছিল তা থেকে কয়েক যোজন দূরে সুপ্রিম কোর্টে কমিশনের হলফনামা। বিহারের প্রসঙ্গ তুলে জানানো হয়েছে, বিনা নোটিশে কোনও ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে না। এমনকি তালিকা থেকে বাদ পড়ার আগে সেই ভোটার নিজের সপক্ষে সবরকম নথি পেশের সুযোগও পাবেন। কমিশনের ভোট চুরি ধরা পড়ে গিয়েছে বুঝেই এই হলফনামা, দাবি বাংলার শাসকদল তৃণমূলের। ১ অগাস্ট বিহারের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করে চাপের মুখে নির্বাচন কমিশন। প্রতিদিন সেই খসড়া তালিকা নিয়ে কারও কোনও অভিযোগ নেই, সেই তথ্য তুলে ধরে নিজেদের কলঙ্কমুক্ত দাবি করার চেষ্টা করলেও আসলে যে বিজেপির সঙ্গে মিলে কমিশনের যাবতীয় কুকীর্তি প্রকাশ্যে যে এসে গিয়েছে, তা বুঝেই নিজে থেকে সুপ্রিম কোর্টে শনিবার হলফনামা পেশ করে কমিশন। সেখানে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, ১ অগাস্ট যে খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তা কার্যকর করার আগে তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়াদের বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। উপযুক্ত সময় দিয়ে হবে নথি ও যুক্তি পেশের। বিহারের এসআইআর-এর বিরোধিতায় দায়ের হওয়া মামলায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট জানিয়েছিল, ব্যাপক হারে নাম বাদ দিলে শীর্ষ আদালত হস্তক্ষেপ করবে। মামলা ১২ অথবা ১৩ অগাস্ট সুপ্রিম কোর্টে ফের শুনানির জন্য উঠবে। তার আগে নিজেরাই নিজেদের সাফাই পেশ করল কমিশন।

যখন প্রকাশ্যে চলে আসে কীর্তিকলাপ তখনই নিজে থেকে এভাবে হলফনামা দিতে হয়, কটাক্ষ তৃণমূলের। সাংসদ মহুয়া মৈত্র দাবি করেন, হলফনামা হল শপথ নিয়ে কোনও তথ্য পেশ করা যা সর্বৈব সত্যি বলে স্বীকার করে নেন হলফনামা পেশকারী। একে আইনি প্রক্রিয়ায় প্রমাণ হিসাবেই গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন নিজেদের নথিই প্রমাণ করে দিচ্ছে তারা ভোট চুরিতে দায়ী। তা না হলে হলফনামা পেশের দরকার হল কেন?

রেলের ছাড়েও বাংলাকে বঞ্চনা

(প্রথম পাতার পর)

এটি সাংস্কৃতিক বর্ণবাদ। বিজেপির কাছে বাংলার উৎসবগুলি গুরুত্বপূর্ণ নয়, বাংলার ঐতিহ্যের কোনও মূল্য নেই ওদের কাছে। বিজেপি বাংলার গর্ব স্বীকার করতে চায় না। এটা বিজেপির সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিফলন। বিজেপি উৎসবগুলিকে ভোট-ব্যাঙ্কের উপযোগিতা অনুসারে মূল্যায়ন করে। দুর্গাপুজো তাদের নির্বাচনী লভ্যাংশ বয়ে আনে না, তাই তারা দুর্গাপুজোকে উপেক্ষিত রেখে দেয়। তাতেই উঠে আসছে বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষের প্রসঙ্গ। রেলের টিকিটে ছাড়ের সিদ্ধান্তে আবার মোদি সরকারের 'জুমলা'ও প্রকট হয়েছে। রেল জানিয়েছে, বর্তমানে ৬০ দিনের 'অ্যাডভান্স রিজার্ভেশন পিরিয়ড' চালু রয়েছে, 'ফ্লেক্সি ফেয়ার' যুক্ত ট্রেন অর্থাৎ রাজধানী, দুরন্ত, শতাব্দীর মতো কোনও এক্সপ্রেসে এই ছাড় কার্যকর হবে না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৯ এবং ১০ অগাস্ট মধ্যমগ্রাম দক্ষিণ বীরেশপল্লি কো-অপারেটিভ পুকুরের পাশে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল নৈশরক্ষী বাহিনী। ছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টরা

খোলা হাওয়া

শ্যুটিং শেষের সেলিব্রেশন

» বেশ জমজমাটি হল পরিচালক রাহুল মুখোপাধ্যায়ের ‘মন মানে না’ ছবির রাপ আপ পার্টি। শ্যুটিং শেষের সেলিব্রেশন। ফিরে দেখা। শহরের একটি রেস্তোরাঁয় এই উপলক্ষে আয়োজিত পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক থেকে শুরু করে ছবির নায়ক-নায়িকা-সহ সমস্ত কলাকুশলী। এই ছবির মাধ্যমেই টলিউডে হাতেখড়ি হতে চলেছে অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা হিয়া চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি জানালেন, খুব মিষ্টি একটা গল্প। অনেকগুলো স্তর আছে। আমি এরকমই একটা ছবিতে কাজ করতে চেয়েছিলাম। রাহুলদা আমাকে ধৈর্য ধরে অনেক টেকনিক্যাল বিষয় শিখিয়েছে। আমি সত্যি কৃতজ্ঞ যে প্রথম ছবিতেই এমন একজন পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এছাড়া এদিন পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন নায়ক ঋত্বিক ভৌমিক, সায়ন্তনী গুহঠাকুরতা, ঐশ্বর্য সেন, রাহুল দেব বোস প্রমুখ। ‘কিশমিশ’ এবং ‘দিলখুশ’-এর পর এটা পরিচালক রাহুল মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় ছবি।

স্মরণে মননে বাইশে শ্রাবণ

» ১০ অগাস্ট বেহালা জনকল্যাণ বিদ্যাপীঠে আরাত্রিক পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত হয় ‘স্মরণে মননে বাইশে শ্রাবণ’ শীর্ষক অনুষ্ঠান। স্বাগত জানান সম্পাদক দুর্গাদাস মিদ্যা। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, প্রবালকুমার বসু। এছাড়াও ছিলেন সুনীল করণ, ফটিক চৌধুরী, আশিস মিশ্র, উদয়ন ভট্টাচার্য, তাজিমুর রহমান, শঙ্কর ঘোষ, তন্ময় চক্রবর্তী, কেতকীপ্রসাদ রায়, সৌমিত বসু, ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য, সুধাংশুরঞ্জন সাহা, জুলি লাহিড়ী, বনশ্রী রায় দাস, গৌতমকুমার দে, সোমা মুখোপাধ্যায় বাবলি, সুনেন্দু পাত্র, যতীন্দ্রনাথ সরকার, জি কে নাথ, অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস মণ্ডল, পীযূষ বাগচী, অলক্তিকা চক্রবর্তী প্রমুখ। পরিবেশিত হয় কবিতা ও অণুগল্প পাঠ। অনুষ্ঠানে কয়েকজনকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়।

কবির মহাপ্রয়াণ

» ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্র মহাপ্রয়াণের দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করল ‘কুশাঙ্কুর’। নিজস্ব ‘আকাশ’ সভাঘরে। ‘তুমি রবে নীরবে’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরা তো ছিলেনই সঙ্গে আমন্ত্রিত ছোট-বড় শিল্পীরাও রবীন্দ্রগান-কবিতায় কবিকে শ্রদ্ধা জানালেন। বিকেল থেকে সন্ধে পেরিয়েও পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ ছিল জমজমাট। মৃণালকান্তি দাসের উদযোগ আর শংকর আচার্যের সঞ্চালনে অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল বেশ উপভোগ্য।

দ্বারোদ্ঘাটন ও পত্রিকা প্রকাশ

» বিশিষ্টজনদের উপস্থিততে প্রকাশিত হল বাসন্তী সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র ‘সুন্দরবন ঐকতান’। ২৭ জুলাই রবিবার একই সঙ্গে পরিষদের সভাপতি প্রভুদান হালদারের দান-করা সভাকক্ষেরও দ্বারোদঘাটন করলেন অধ্যাপক গণেশ সেনগুপ্ত। বিখ্যাত-আপাত অখ্যাত প্রায় ৬০ জন কবি-সাহিত্যিক উপস্থিত থেকে কবিতা-গল্প পাঠ-সহ সাহিত্যকেন্দ্রিক মনোগ্রাহী নানান আলোচনা করেন। বাসন্তী-সহ সুন্দরবনের বিস্তৃণ এলাকার মৌলিক সমস্যাগুলি নিয়েও বক্তারা সুচিন্তিত মতামত জানান।

বিপ্লবীর জন্মজয়ন্তী

» হেমচন্দ্র সাহিত্য সভার পরিচালনায় বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগোর বসতভিটা ও সাহিত্যিসভার কার্যালয় রাধানগরে অনুষ্ঠিত হল বিপ্লবীর জন্মজয়ন্তীর দ্বিতীয় পর্ব। ৪ অগাস্ট গুণিজন ও ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে তাঁর ত্যাগের আদর্শ ও দেশপ্রেমের অমোঘ কাহিনি শোনানো হয়। শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে বই-খাতা-কলম দেওয়া হয়। বিপ্লবী হেমচন্দ্রকে নিয়ে লেখা কবিতা, আলোচনা-সহ মাউথ অরগ্যান বাজিয়ে গান পরিবেশন করেন ছোটদের সঙ্গে বড়রাও।

অগ্নি লাইসেন্স নবায়ন শিবির

» পশ্চিমবঙ্গ পেট্রোলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন ৬ অগাস্ট কলকাতার নেহরু চিলড্রেনস মিউজিয়ামে অগ্নি লাইসেন্স নবায়ন শিবিরের আয়োজন করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অগ্নি ও জরুরি পরিষেবার সহযোগিতায় ডব্লিউবিপিডি আয়োজিত এই শিবিরটি ছিল একটি মহৎ উদ্যোগ। শিবিরের লক্ষ্য ছিল পেট্রোলিয়াম ডিলারদের তাঁদের অগ্নি লাইসেন্সের ঝামেলামুক্ত নবায়নে সহায়তা করা। ছিলেন কার্যকরী সভাপতি প্রসেনজিৎ সেন, সহ-সভাপতি সুরজিৎ কোলায়, অভিজিৎ হাজরা, বসন্ত কৃষ্ণ শ, স্বপনকৃষ্ণ সাহা, সাধারণ সম্পাদক কল্যাণকৃষ্ণ মান্না, কোষাধ্যক্ষ অরিন্দমকৃষ্ণ সাহা, জেটি সচিব শুভদীপলাল মৈত্র এবং অনির্বাণ সাহা প্রমুখ।

সাহিত্যের মঞ্চে টাইমলাইন

» সম্প্রতি অবনীন্দ্র সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল টাইমলাইন পাবলিকেশনের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ‘সাহিত্যের টাইমলাইন ১৪৩২’ শীর্ষক সাহিত্য উৎসব। কবিতা, গান, আবৃত্তি, পত্রিকা ও বই প্রকাশ এবং সাহিত্য সম্মাননা প্রদান ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অমর মিত্র, রাজা ভট্টাচার্য, চুমকি চট্টোপাধ্যায়, শুভঙ্কর দে, সমুদ্র বসু প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রদান করা হয় টাইমলাইন সাহিত্য সম্মাননা— সবিতেন্দ্রনাথ রায় (জীবন কীর্তি), সৈকত মুখোপাধ্যায় (গল্প), অভীক মজুমদার (কাব্য) ও দীপান্বিতা রায় (কিশোর সাহিত্য)। পাশাপাশি প্রকাশিত হয় ‘শারদের টাইমলাইন’ বিশেষ পত্রিকা ও একযোগে তিরিশটি নতুন বই। প্রকাশক বিক্রম সরকার জানান, তরুণ লেখকদের উৎসাহ দিতে টাইমলাইনের এই উদ্যোগ আগামী দিনে আরও বিস্তৃত হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভা

» ৯ অগাস্ট গিল্ড হাউসে অনুষ্ঠিত হয় পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা। উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সুধাংশুশেখর দে, সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। গঠিত হয় নতুন কমিটি। এই সংস্থার উদ্যোগে প্রতি বছর আয়োজিত হয় আন্তজাতিক কলকাতা বইমেলা।

সচেতনতামূলক কর্মসূচি

» ৬ অগাস্ট কলকাতার রোটারি ক্লাবের পক্ষ থেকে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ অফ পাবলিক স্কুলে আয়োজিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। রোটারির জেলা গভর্নর ড. রামানেন্দু হোমচৌধুরী এবং ক্লাবের সভাপতি কান্ত সেনগুপ্ত, অন্যান্য সদস্য এই কর্মসূচিতে যোগদান করেন। এছাড়া প্রায় ১০০ জন শিক্ষার্থী এই সচেতনতামূলক প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেন, যাঁদের সঙ্গে একটা ইন্টারাক্টিভ সেশনও রাখা হয়েছিল।

রাখিবন্ধন উৎসব

» ৯ অগাস্ট হাওড়া পঞ্চাননতলা রোডের গান্ধী ভবনে আয়োজিত হয় রাখিবন্ধন উৎসব। সবাইকে স্বাগত জানান ব্রতেন দাস। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়, দেবাংশু দাস, দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রত্যেকের হাতে বেঁধে দেওয়া হয় রাখি।

১৪
১১ অগাস্ট
২০২৫
সোমবার

মাঠে ময়দানে

11 August, 2025 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স কন্টিনেন্টাল ট্যুর মিটে জ্যাভলিনে সোনা অন্নু রানির

নায়ক ডেভিড

■ **ডারউইন :** টিম ডেভিডের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম টি-২০ ম্যাচে ১৭ রানে হারাল অস্ট্রেলিয়া। রবিবার প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, ২০ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ১৭৮ রান তুলেছিল অস্ট্রেলিয়া। জবাবে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬১ রানেই আটকে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। এদিন শুরুটা ভাল হয়নি অস্ট্রেলিয়ার। স্কোরবোর্ডে ৭৫ রান তুলতে না তুলতেই ৬ উইকেট হারিয়ে বসেছিল। ওই পরিস্থিতিত ৫২ বলে ৮৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলকে লড়াই করার মতো রানে পৌঁছে দেন ডেভিড। এছাড়া উল্লেখযোগ্য ক্যামেরন গ্রিনের ৩৫ রান। রান তাড়া করতে নেমে, দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে একমাত্র লড়লেন রায়ান রিকেলটন (৭১) ও ট্রিস্টান স্টাবস (৩৭)।

জয়ী সিনার

■ **সিনসিনাটি :** কোর্টে ফিরেই সহজ জয় পেলেন জানিক সিনার। বিশ্বের এক নম্বর পুরুষ টেনিস তারকা সিনসিনাটি ওপেনের প্রথম রাউন্ডে ৬-১, ৬-১ স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী কলম্বিয়ার ড্যানিয়েল এলাহি গালানকে। দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠতে মাত্র ৫৯ মিনিট সময় নেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন সিনার। যা এই মরশুমে তাঁর দ্রুততম জয়ের নজির। অন্যদিকে, মেয়েদের সিঙ্গলসে এগিয়েছেন এরিয়ানা সাবালেঙ্কা। খেতাবের অন্যতম দাবিদার সাবালেঙ্কা ৭-৫, ৬-১ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন মার্কেতা ভন্দ্রোসোভাকে। ২০২৩ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন ভন্দ্রোসোভা প্রথম সেটে লড়াই করলেও, দ্বিতীয় সেটে কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেননি। মাত্র ৫৪ মিনিটে ম্যাচে জিতে নেন সাবালেঙ্কা।

মর্মান্তিক মৃত্যু

■ **কটক :** কুকুরের কামড়ে মৃত্যু হল জাতীয় স্তরের প্যারা অ্যাথলিট যোগেন্দ্র ছত্রিয়ার। মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে ওড়িশার বোলাঙ্গি জেলায়। গত ২৩ জুলাই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন ওই প্যারা অ্যাথলিট। সেই সময় ওই কুকুরটি যোগেন্দ্র-সহ আরও ছ'জনকে কামড়ায়। তাঁদের সবাইকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ৯ অগাস্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় যোগেন্দ্র। এছাড়া আরেক আক্রান্ত ব্যক্তিও মারা যান। মাত্র ৩৩ বছর বয়স হয়েছিল যোগেন্দ্র। তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া অ্যাথলিট মহলে।

ডায়মন্ড লিগ থেকে সরলেন নীরজ-নাদিম

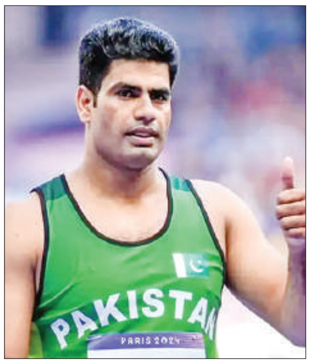

সাইলেসিয়া, ১০ অগাস্ট : আগামী ১৬ আগস্ট পোল্যান্ডের সাইলেসিয়াতে হবে ডায়মন্ড লিগ। কিন্তু টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ালেন নীরজ চোপড়া। নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন পাক তারকা আর্শাদ নাদিমও। প্যারিস অলিম্পিকে নীরজকে টেক্কা দিয়ে সোনা জিতেছিলেন আর্শাদ। রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল নীরজকে। তার পর আর কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে দুই তারকা একে অন্যের মুখোমুখি হননি। ফলে এই টুর্নামেন্টে দুই তারকার লড়াই দেখার জন্য মুখিয়ে ছিলেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। কিন্তু সেটা ভেস্তে গেল।

জানা গিয়েছে, গত মাসে নাদিমের অস্ত্রোপচার হয়েছে। তাই তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু নীরজ কেন নাম তুলে নিলেন, তার কারণ জানা যায়নি। এই বছর দারুণ ফর্মে রয়েছেন নীরজ। দোহা ডায়মন্ড লিগে কেরিয়ারের প্রথমবার ৯০ মিটার দূরে ছুঁড়ে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করার পর, প্যারিস ডায়মন্ড লিগ ও অস্ট্রিভায় গোল্ডেন স্পাইক টুর্নামেন্টে সেরা হয়েছিলেন। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে নিজের নামাঙ্কিত এনসি ক্লাসিক টুর্নামেন্টেও সোনা জিতেছেন নীরজ।

অন্যদিকে, প্যারিস অলিম্পিকে সোনা জেতার পর, এই বছরে মাত্র একটি টুর্নামেন্টেই অংশগ্রহণ করেছেন আর্শাদ। পাক তারকা গুমিতে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন। ওই টুর্নামেন্টে আবার নীরজ ছিলেন না। আবার বেঙ্গালুরুর এনসি ক্লাসিক টুর্নামেন্টে আর্শাদের খেলার কথা থাকলেও, পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানার পর তা ভেস্তে গিয়েছিল। যা পরিস্থিতি, তাতে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে নীরজ-নাদিম দ্বৈরথ দেখা যেতে পারে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে। যা আগামী ১৩ অক্টোবর টোকিওতে শুরু হবে। টুর্নামেন্ট চলবে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। নীরজ গত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নাদিমকে টেক্কা দিয়ে সোনা জিতেছিলেন।

সাতটা ম্যাচ পাবি, বলেছিল সূর্য : সঞ্জু

চেন্নাই, ১০ অগাস্ট : সূর্যকুমার যাদব তাঁকে ওপেনারের জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন। পাশে ছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। এরপর তিনটি সেঞ্চুরি। তাতেই তাঁর কেরিয়ার ঘুরে যায়। দাবি সঞ্জু স্যামসনের।

রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ইউটিউব চ্যানেলে এসে সঞ্জু নিজের ক্রিকেট নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। আট-নয় বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার পর তাঁর ঝুলিতে ছিল মোটে ১৫টি ম্যাচ। তথ্যটা খোদ সঞ্জুর কাছেই ছিল অস্বস্তির। তবে তিনি বলেন, বারবার বাদ পড়া ও দলে ফেরার মধ্যেও নিজেকে পজিটিভ মানসিকতার মধ্যে রেখেছিলেন। মনে এই ভাবনা পুষতেন যে একেকজনের জীবন একেকরকম। কিন্তু তাঁর দিনও আসবে। শুধু সেই দিনটার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

সঞ্জু জানান এরপর দলীপ ট্রফিতে খেলার সময় ভারতের টি২০ অধিনায়ক সূর্য তাঁকে ওপেন করার প্রস্তাব দেন। সূর্য জানান, সঞ্জু তোর জন্য একটা বড় সুযোগ রয়েছে। আমাদের সামনে সাতটা ম্যাচ রয়েছে। সব ক'টায় তুই খেলবি। তবে সেটা ওপেনার হিসাবে। অধিনায়কের মুখ থেকে টানা সাত ম্যাচ খেলার আশ্বাস পেয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে গিয়েছিলেন কেরল ক্রিকেটার। তবে সঞ্জুর প্রথম দুটো ম্যাচ ভাল যায়নি। দুটিতেই করেছিলেন শূন্য। এইসময় কোচ গম্ভীর তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সঞ্জুর কথায়, কোচ তখন বলেছিলেন ২১টি শূন্য করলে তবেই আমি বাদ যাব। আমাকে ভেঙে পড়তে দেখে গোতি ভাই জিজ্ঞেস করেন কী হয়েছে। তারপর তিনি এই কথাগুলো বলেছিলেন। এতে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল।

পরের ১২ ইনিংসে ৪৩৬ রান। তিনটি সেঞ্চুরি। এই তিন সেঞ্চুরি সাত ইনিংসের মধ্যে। গড় ছিল ৪৩.৬০। স্ট্রাইক রেট ১৮০। সবমিলিয়ে ৪২টি টি২০ ম্যাচে সঞ্জু ৮৬১ রান করেছেন। এখন তিনি এশিয়া কাপ খেলার অপেক্ষায় দিন গুনছেন।

রদ্রিকে নিয়ে চাপে সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার, ১০ অগাস্ট : গত মরশুমে চোট-আঘাত দলকে ডুবিয়েছিল। নতুন মরশুমের আগেও যা চিন্তায় রাখছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে। দলের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার রদ্রিকে প্রিমিয়ার লিগের শুরুর বেশ কিছু ম্যাচে পাওয়া যাবে না। স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের চোটে রীতিমতো চাপে পেপ গুয়ার্দিওলা।

হাঁটুর চোটে গত মরশুমের প্রায় পুরোটাই মাঠের বাইকে কাটাতে হয়েছিল রদ্রিকে। চোট সারিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপে দারুণ শুরু করেছিলেন। কিন্তু মাত্র চারটি ম্যাচ খেলার পর আল হিলালের বিরুদ্ধে কুঁচকিতে চোট পান। যা পরিস্থিতি, তাতে সেপ্টেম্বরের আগে মাঠে ফেরা সম্ভব হচ্ছে না স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের। এই প্রসঙ্গে গুয়ার্দিওলার বক্তব্য, রদ্রি অনেকটাই উন্নতি করেছে। তবে প্রিমিয়ার লিগের শুরুতে ওকে পাওয়া যাবে না। আশা করি, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ও পুরো ফিট হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত, ১৬ অগাস্ট উলভসের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে প্রিমিয়ার লিগ অভিযান শুরু করবে ম্যান সিটি। ২৩ অগাস্ট টটেনহ্যামের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ।

রোহিতকে আগে ব্যাট দেননি, আক্ষেপ কোচের

মুম্বই, ১০ অগাস্ট : নিজের স্কুলে কিছুটা অজান্তেই রোহিত শর্মাকে ব্যাট করতে দেখেছিলেন একদিন। দীনেশ লাদ আজও বিশ্বাস করেন সেটাই টার্নিং পয়েন্ট হিটম্যানের জীবনে।

কিন্তু আফসোস আছে দীনেশের। কেন তিনি আরও আগে 'অফস্পিনার' রোহিতকে ব্যাট করতে দেখেননি। একটি ইউটিউব পডকাস্ট-এ রোহিতের ছোটবেলার কোচ বলেছেন, আমি ওকে প্রথম যখন দেখি তখন ১২ বছর বয়স। অফস্পিন বল করত। আমাদের দলের বিরুদ্ধে খেলেছিল। আমি ওর কাকাকে বলি আমার স্কুলে ভর্তি করে দিন। '৯৯-তে রোহিত আমার ওখানে এল। ওকে অনূর্ধ্ব-১৪-দের গ্রুপে রেখেছিলাম। পরের বছর ক্লাস এইটে উঠল। তখন ওকে দিয়ে শুধু বল করাতাম।

পরে রোহিতকে অনূর্ধ্ব-১৪ আর ১৬-দের মধ্যে নিয়ে আসি। একদিন স্কুলে ঢোকার সময় একজনকে ব্যাট করতে দেখি। যার ব্যাট সোজা নামছে। ভাল খেলছিল। তখনও জানি না ও রোহিত। ভিতরে ঢুকে সেটা জানতে পারলাম। তারপর থেকে ওকে ছয়-সাতে ব্যাট করাতাম। তার আগে ওকে কখনও ব্যাট করতে দিইনি। এটা আমার মস্ত বড় ভুল। এরপর দীনেশ রোহিতকে উপরে তুলে আনেন। তাঁর কথায়, ও ভালই ব্যাট করছিল। একটা ম্যাচে সাতে নেমে খুব ভাল ৪০ করল। এরমধ্যে হ্যারিস শিল্ড শেষ হল। জাইলস শিল্ডের জন্য অনূর্ধ্ব ১৪ দলের প্র্যাকটিসে আমি রোহিতকে দুই-তিনে ব্যাট করতে দিতাম। তখন মনে হয়েছিল ব্যাটিংই ওর জায়গা। রোহিতকে অবশ্য বলটাও চালিয়ে যেতে বলেছিলাম। একটি ম্যাচে ওপেন করে ১৪০ রান করল। তাতে নিশ্চিত হয়ে যাই ব্যাটিংই ওর জায়গা।

কীভাবে সিমেন্টের উইকেটে ১৬ গজ দূর থেকে বল ছুঁড়ে রোহিতকে পুল শট মারতে অভ্যাস করিয়েছিলেন, সেটাও জানান দীনেশ। তাঁর কথায় অনেক পরিশ্রমের ফলে এত ভাল পুল মারতে শিখেছিলেন রোহিত। তবে ঈশ্বর-প্রদত্ত প্রতিভাও এর পিছনে বলে ছিল। জানান তিনি।

দীনেশ লাদ ও রোহিত। — ফাইল চিত্র

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কন্যাসন্তানের বাবা হলেন মোহনবাগানের তারকা ডিফেন্ডার শুভাশিস বোস

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন মহামেডান সমর্থকরা

আজ লিগে সামনে সাদার্ন

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে স্মারকলিপি হাতে সমর্থকরা। রবিবার।

প্রতিবেদন: ইনভেস্টর সমস্যায় গভীর সংকটে মহামেডান স্পোর্টিং। শক্তিশালী ইনভেস্টর না পাওয়া গেলে আইএসএলে খেলা আটকে যাবে শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবের। কয়েকদিন আগেই ক্লাব কর্তাদের ইস্তফা দাবি করে ইনভেস্টর-জট কাটাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন সাদা-কালো সমর্থকরা। এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন মহামেডান সমর্থকদের প্রতিনিধি।

রবিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়ির সামনে হাজির হয়ে গিয়েছিলেন মহামেডান সমর্থকদের একটি বড় অংশ। সমর্থকদের জোটের প্রতিনিধি হিসেবে সফিক রহমন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে স্মারকলিপি তুলে দিয়ে ক্লাবের বর্তমান সমস্যার কথা শোনান। সমর্থকরা চান, ক্লাবের অচলাবস্থা কাটাতে হস্তক্ষেপ করুন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, সমর্থকদের কাছে সব কিছু শোনার পর পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানিয়েছেন ক্রীড়াপ্রেমী মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলার ফুটবল এবং ক্লাবগুলির পাশে সবসময় থাকেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, মহামেডান ক্লাবের জন্য নতুন ইনভেস্টরের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগও নিয়েছেন তিনি। কিন্তু গত মরশুমে ফুটবলার, কোচেদের বেতন বাবদ বিশাল অঙ্কের বকেয়া (প্রায় ২২ কোটি) মেটাতে রাজি হচ্ছেন না নতুন লগ্নিকারীরা। ফলে ইনভেস্টর সমস্যা মিটছে না মহামেডানে। চলতি মরশুমে কোনওরকমে দল নামিয়ে ডুরান্ড এবং কলকাতা লিগে করুণ অবস্থা ক্লাবের। ক্ষোভ, বিরক্তি নিয়ে সমর্থকরা পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের আশা, মুখ্যমন্ত্রী কিছু একটা করবেন। একই আশায় কর্তারাও। সোমবার নৈহাটিতে কলকাতা লিগের ম্যাচে সাদার্ন সমিতির বিরুদ্ধে খেলবে মহামেডান। ডুরান্ডে নিয়মরক্ষার শেষ ম্যাচে জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে লিগে প্রথম জয়ের খোঁজে ক্লাব।

উৎসবের মেজাজ ভারতীয় শিবিরে।

অনূর্ধ্ব ২০ এশিয়ান কাপ

কুড়ি বছর পর মূলপর্বে ভারত

প্রতিবেদন : মেয়েদের অনূর্ধ্ব ২০ এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে ভারতীয় ফুটবল দল। রবিবার ইয়াঙ্গনে মায়ানমারকে ১-০ গোলে হারিয়ে মূলপর্বের টিকিট আদায় করে নিলেন ভারতীয় মেয়েরা। তিন ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'ডি'-র শীর্ষে ভারত। আগামী বছর থাইল্যান্ডে হবে মূলপর্ব। দীর্ঘ কুড়ি বছর পর ফের মেয়েদের অনূর্ধ্ব ২০ এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলবে ভারত। সম্প্রতি মেয়েদের এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বের ছাড়পত্র আদায় করেছিল ভারতীয় সিনিয়র দল। এবার দিদিদের দেখানো পথেই হাঁটলেন বোনেরাও। ম্যাচের শুরু থেকেই প্রাধান্য বজায় রেখে ২৭ মিনিটে পূজার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ভারত। নিজেদের অর্ধ থেকে আক্রমণের শুরুটা করেছিলেন পূজা। তীব্র গতিতে ভিয়েতনামের অর্ধে পৌঁছে তিনি পাস বাড়িয়েছিলেন সতীর্থ নেহাকে। নেহা পাল্টা ক্রস ভাসালে, পায়ের টোকায় বল জালে জড়ান পূজা। পিছিয়ে পড়ে গোল শোধের মরিয়া চেষ্টা চালায় মায়ানমার। বিশেষ করে, দ্বিতীয়ার্ধে তো ভিয়েতনামী মেয়েরা আক্রমণের ঝড় তুলেছিলেন। কিন্তু যাবতীয় আক্রমণ রুখে দেন ভারতীয় মেয়েরা।

হাফডজন গোলে ঝলমলে ইস্টবেঙ্গল

গোল-উৎসব হামিদ, বিপিনের।

ইস্টবেঙ্গল ৬, ভারতীয় বায়ুসেনা ১

প্রতিবেদন: ডুরান্ডে জয়ের হ্যাটট্রিকে ঝলমলে ইস্টবেঙ্গল। নিয়মরক্ষার ম্যাচে ভারতীয় বায়ুসেনাকে হাফডজন গোলে দুরমুশ করে কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখছে অস্কার ব্রুজোর দল। রবিবার কিশোরভারতীতে ৬-১ গোলে জিতলেও গোল নষ্টের প্রবণতা চিন্তায় রাখবে ইস্টবেঙ্গল কোচকে। ম্যাচটা অন্তত দশ গোলে জিততে পারত অস্কারের দল। এয়ার ফোর্সের গোলকিপার শিবিন রাজ কয়েকটি ক্ষেত্রে নিশ্চিত গোল বাঁচান। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোলগুলি করেন হামিদ আহদাদ, বিপিন সিং, আনোয়ার আলি, মহম্মদ রশিদ, সাউল ক্রেসপো এবং ডেভিড লালহানসাঙ্গা।

গোটা ম্যাচ জুড়ে ইস্টবেঙ্গলেরই দাপট। এদিন কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ ছিল অস্কারের সামনে। হামিদকে শুরু থেকে খেলিয়েছিলেন কোচ। তাঁর গোলেই ৬ মিনিটে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। এরপর গোল মিসের মহড়া। তারমধ্যেই উজ্জ্বল বিপিন। গোলকিপারকে কাটিয়ে অনবদ্য গোল করে ব্যবধান বাড়ান তিনি। তবে খেলার গতির বিরুদ্ধে আমন খানের গোলে ব্যবধান কমায় বায়ুসেনা। প্রথমার্ধ শেষ হয় ২-১ অবস্থায়।

দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণে ঝাঁজ বাড়িয়ে আরও চার গোল ইস্টবেঙ্গলের। মাঝমাঠে ব্যান্ডমাস্টারের ভূমিকায় মিগুয়েল। ঠিকানা লেখা কয়েকটি পাস বাড়ালেন। আবার নিজে গোলও মিস করেন। ৬৩ মিনিটে আনোয়ারের হেডে ৩-১ হয়। মিনিট চারেক পর দূরপাল্লার শটে চতুর্থ গোলটি করেন পরিবর্ত হিসেবে নামা মহম্মদ রশিদ। ৮৪ মিনিটে ৫-১ করেন ক্রেসপো। সংযুক্ত সময়ে ষষ্ঠ গোল ডেভিডের।

প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন রঞ্জন

প্রতিবেদন: কলকাতা লিগের ম্যাচের পর আইএফএ-র বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করে শাস্তির কবলে পড়েছিলেন সুরুচি সংঘের প্রধান কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য। যার জেরে দুই ম্যাচ নির্বাসিত হয়েছেন তিনি। আইএফএ স্পষ্ট রায় দেয়, প্রকাশ্যে সংবাদমাধ্যমের সামনে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে রঞ্জনকে। না হলে পুরো মরশুমের জন্য নির্বাসিত করা হবে সুরুচির কোচকে। জল্পনার মধ্যেই রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেই ক্ষমা চেয়ে নিলেন রঞ্জন। এখন দেখার, তাঁর দুই ম্যাচ নির্বাসনের শাস্তি মকুব হয় কি না! এদিন রঞ্জন বলেন, আমরা ম্যাচ হেরে দুইয়ে নেমে যাই। উত্তেজনাবশত কিছু কথা বলে ফেলি। আইএফএ চক্রান্ত করেছে, এমন কথা সেদিন আমার বলা ঠিক হয়নি। কাউকে আঘাত করতে চাইনি। আমি অনুতপ্ত এবং দুঃখিত। ঘটনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

সিন্ধুর নতুন পরীক্ষা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ

প্যারিস, ১০ অগাস্ট : আগামী ২৫ অগাস্ট থেকে প্যারিসে শুরু হচ্ছে ব্যাডমিন্টন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। চলবে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত। আর এই টুর্নামেন্ট দিয়েই ফের পরীক্ষায় বসছেন পিভি সিন্ধু। কেরিয়ারের চরম দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে চলা সিন্ধু আবার একমাত্র ভারতীয় সিঙ্গলস খেলোয়াড়, যিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বাছাইয়ের সম্মান পাচ্ছেন। তিনি মেয়েদের ১৫তম বাছাই।

দীর্ঘদিন হয়ে গেল কোনও বড় মাপের টুর্নামেন্ট জিততে পারেননি সিন্ধু। এবছরে পাঁচ-পাঁচটি টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে গিয়েছেন। শেষ যে টুর্নামেন্টে খেলেছিলেন, সেই চিনা ওপেনে দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরেছিলেন উঠতি তারকা উন্নতি হুডার কাছে। রেকর্ড বই বলছে, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সিন্ধুর সেরা পারফরম্যান্স ২০১৯ সালে সোনা। এছাড়া দু'বার রুপো এবং দু'বার ব্রোঞ্জও জিতেছেন। তবে শেষ পাঁচটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসর থেকে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছিল তাঁকে।

পুরুষদের ডাবলসে ভারতের বাজি সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। প্রাক্তন বিশ্বসেরা ভারতীয় জুটি এ টুর্নামেন্টে নবম বাছাই। চোট সমস্যার জন্য এই বছরের শুরুতে বেশ কয়েকটি টুর্নামেন্ট খেলতে পারেননি সাত্ত্বিক ও চিরাগ। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভাল ফল করতে মরিয়া তাঁরা। এছাড়া মেয়েদের ডাবলসে ১২তম বাছাই তৃষা জোলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ জুটি।

কিবুর সঙ্গে বৈঠকে কর্তারা

প্রতিবেদন: মোহনবাগানের কাছে ১-৫ গোলে বিধ্বস্ত হলেও ডায়মন্ড হারবার এফসি-র ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা কার্যত নিশ্চিত। ডায়মন্ডের গোল পার্থক্য ৪। 'বি' গ্রুপের দ্বিতীয় সেরা দল হিসেবে নক আউটে খেলার পথে অনেকটাই এগিয়ে কিবু ভিকুনার দল। তবে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে বড় হারের পিছনে ডায়মন্ড হারবারের গোলকিপার এবং রক্ষণের ব্যর্থতাকেই দায়ী করা হচ্ছে। বিপর্যয় নিয়ে সোমবার কোচের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন ক্লাব সচিব মানস ভট্টাচার্য। থাকবেন ক্লাবের সহসভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ফুটবলারদের নিয়ে গেট টুগেদারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সুস্থ আলবার্তো, অস্বস্তি মনবীরে

অনুশীলনে দিমিত্রি।

প্রতিবেদন: ডায়মন্ড হারবারের মতো দলকে পাঁচ গোল দিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে ডুরান্ড কাপের নক আউটে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ১৭ অগাস্ট যুবভারতীতে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে হবে জোসে মোলিনার দলকে। ডার্বির নায়ক দিমিত্রি পেত্রাতোস শহরে এসেই বাড়তি পরিশ্রম করে নিজেকে তৈরি করছেন। মাঠে নেমেই বন্ধু জেমি ম্যাকলারেন ও জেসন কামিন্সের গোলে উজ্জীবিত বাগান সমর্থকদের আদরের দিমি। চোট সমস্যার মধ্যে স্বস্তি দিচ্ছেন আলবার্তো রডরিগেজ। বিদেশি স্টপার এদিন বল পায়ে অনুশীলন করেছেন। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁকে পাওয়া যাবে ধরেই নেওয়া যায়। দিন দুয়েকের মধ্যে পুরোদমে অনুশীলন শুরু করে দিতে পারেন আলবার্তো।

মোলিনার চিন্তা বরং মনবীর সিং। রবিবার মোহনবাগান মাঠে অনুশীলনে এসে কোচের সঙ্গে কথা বলে ড্রেসিংরুমে ফিরে যান তিনি। কিয়ান নাসিরি, সুহেল ভাটও সাইডলাইনে রিহ্যাব করছেন। ডায়মন্ড হারবার ম্যাচ খেলা ফুটবলাররা এদিন রিকভারি করেন। বাকিদের নিয়ে প্রস্তুতিতে ডুবে থাকেন মোহনবাগান কোচ। শুভাশিস বোস কন্যাসন্তানের বাবা হলেন। তাঁকে শুভেচ্ছা জানান সতীর্থরা। কোচ মোলিনা অবশ্য ডায়মন্ড হারবারের বিরুদ্ধে বড় জয়ের পরেও সন্তুষ্ট নন। তিনি বলেন, ডুরান্ড কাপ প্রি-সিজন টুর্নামেন্ট। দলে সবার ফিটনেসে ঘাটতি রয়েছে। সেরা ছন্দে ফিরতে সময় লাগবে। নক আউটে আরও ভাল খেলতে হবে।

মাঠে ময়দানে

11 August, 2025 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কীভাবে বোর্ড মেনে নিচ্ছে? বুমরার ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন সন্দীপ পাতিলের

অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়ান ডে অবসর নিয়ে জল্পনা

বিরাট-রোহিত পাশে পাচ্ছেন সৌরভকে

মুম্বই, ১০ অগাস্ট : এখনও তিনি খাতায়-কলমে ভারতীয় ওয়ান ডে দলের অধিনায়ক। অন্যজন ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় তারকা। দু'জনেই টি-২০ এবং টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। প্রথমজন রোহিত শর্মা, দ্বিতীয়জন বিরাট কোহলি। দু'জনেই ২০২৭ ওয়ান ডে বিশ্বকাপ খেলতে চেয়েছেন। কিন্তু ইংল্যান্ডে তরুণ ভারতীয় দলের টেস্ট সাফল্যের পর অঙ্ক বদলে গিয়েছে। যা পরিস্থিতি তাতে সাতাশের বিশ্বকাপে দুই মহারথীর খেলা নিয়ে ঘোর সংশয় তৈরি হয়েছে। আগেই শোনা গিয়েছিল, বিরাট ও রোহিতের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানার চেষ্টা করবে বোর্ড। এদিন জানা গেল, বিশ্বকাপ পরিকল্পনাতেই নেই দুই মহাতারকা!

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রের দাবি, বিরাট ও রোহিতকে বাদ দিয়েই ২০২৭ ওয়ান ডে বিশ্বকাপের পরিকল্পনা করছে বিসিসিআই। টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যুক্ত বোর্ডের এক বিশ্বস্ত সূত্র সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা আমাদের ২০২৭ বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় নেই। তরুণদের বেশি সুযোগ দিতে চাই আমরা। অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া সফরেই আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি টানতে হতে পারে দু'জনকে।

দুই সুপারস্টারের অবসর জল্পনা নিয়ে মুখ খুলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বলেন, আমি এটা নিয়ে জানি না। মন্তব্য করা ঠিক হবে না। তবে যদি ওরা রান করে তাহলে খেলা চালিয়ে যাওয়া উচিত। বিরাটের ওয়ান ডে রেকর্ড অসাধারণ, এমনকী রোহিতেরও। দু'জনেই সাদা বলের ক্রিকেটে দুর্দান্ত।

অস্ট্রেলিয়ায় ওয়ান ডে সিরিজের পর যদি দুই তারকা দেশের হয়ে খেলা চালিয়ে যেতে চান, তাহলে বোর্ডের শর্ত মানতে হবে তাঁদের। তিন ফরম্যাটের মধ্যে দু'টিতে খেলছেন না দু'জন। ২০২৭ পর্যন্ত ফিট থাকতে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে তাঁদের। নির্বাচকরা মনে করছেন, বছরে মাত্র কয়েকটি ওয়ান ডে খেলে রোহিতদের বিশ্বকাপ পর্যন্ত ফিট থাকা কঠিন। তাই ফর্ম ও ফিটনেস ধরে রাখতে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলতে হবে বিরাট, রোহিতকে।

১৯ অক্টোবর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলবে ভারত। পারথ, অ্যাডিলেড, সিডনিতে ম্যাচ। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠেও রয়েছে ওয়ান ডে সিরিজ। সেপ্টেম্বরে রয়েছে এশিয়া কাপ। সৌরভ বলছেন, এশিয়া কাপে ভারতই ফেভারিট। দুবাইয়ের ভাল উইকেটে ভারতকে হারানো কঠিন। টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে শুভমন গিলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখছেন সৌরভ।

ওভালে সেঞ্চুরি করা উচিত ছিল : করুণ

নয়াদিল্লি, ১০ অগাস্ট : আট বছর পর টেস্ট ক্রিকেটে কামব্যাক সিরিজটা স্মরণীয় করে রাখতে ব্যর্থ করুণ নায়ার। ৪ টেস্টের ৮ ইনিংসে ২০৫ রান। হাফ সেঞ্চুরি একটি। গড় ২৫.৬২। যা পারফরম্যান্স হিসাবে মোটেই আহামরি নয়। করুণের বক্তব্য, গোটা সিরিজে আমার পারফরম্যান্স ওঠা-নামা করেছে। কয়েকটা ইনিংসে ভাল শুরু করেও, ক্ষণিকের ভুলে আউট হয়েছি। নিজেকে নিয়ে অনেক ভেবেছি। অনেক কাটাছেঁড়া করেছি। কিন্তু যেটা হয়ে গিয়েছে, সেটা তো আর বদলানো সম্ভব নয়! ইংল্যান্ড সিরিজ আমার কাছে অতীত। এবার সামনের দিকে তাকাচ্ছি। আগামী কয়েক মাসে কী করতে হবে, তার প্রস্তুতি শুরু করেছি। ওভালের প্রথম ইনিংসে চাপের মুখে লড়াকু ৫৭ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। কিন্তু হাফ সেঞ্চুরির পরেই আউট হয়ে যান। করুণের আক্ষেপ, ওভালে শুরুটা ভাল করেও সেঞ্চুরি করতে পারিনি। আমি হতাশ। তবে দল যখন চাপে, তখন ওই ইনিংসটা খেলেছিলাম। এই মাঠে কাউন্টি ক্রিকেটে নর্দাম্পটনশায়ারের হয়ে সারের বিরুদ্ধে দেড়শো করেছিলাম। ভেবেছিলাম, এবারও সেঞ্চুরি করব। কিন্তু সেটা হয়নি। কিছুটা হলেও স্নায়ুর চাপে ভুগছিলাম। কোচ গৌতম গম্ভীরের প্রশংসা করে করুণ বলেছেন, সিরিজের শুরুতেই গোতি ভাই স্পষ্ট বলে দিয়েছিল, এটা ইয়ং টিম নয়, গান টিম। দলের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গিও যেন এটাই হয়। কোচের এই বক্তব্য, আমাদের সবার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল। করুণের সংযোজন, শুভমনও কোচের এই দর্শন সঠিকভাবে প্রয়োগ করেছে। সতীর্থদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিল, কার কী দায়িত্ব। মাঠে নেমেও সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে।

ডাকেটকে বলেছিলাম, এবার আমি জিতলাম

ফাঁস আকাশ দীপের

ডাকেট ও আকাশের সেই বিতর্কিত মুহূর্ত।

নয়াদিল্লি, ১০ অগাস্ট : সদ্যসমাপ্ত ইংল্যান্ড সিরিজে বল হাতে নজর কেড়েছেন আকাশ দীপ। ৩ টেস্টে ১৩ উইকেট শিকার করেছেন বাংলার ডানহাতি পেসার। এর মধ্যে রয়েছে এজবাস্টনে ১০ উইকেট দখলের কীর্তি। এক সাক্ষাৎকারে আকাশ দীপ জানিয়েছেন, তাঁর সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনি ও বিরাট কোহলির পরামর্শ।

আকাশের বক্তব্য, বিরাট ভাই আমাকে সব সময় বলেছে, নিজের বোলিং নিয়ে কোনও সংশয় হলেই বাড়তি প্র্যাকটিস করতে হবে। তাহলে নিজেকে নিয়ে কোনও প্রশ্ন তৈরি হবে না। ধোনি ভাইও আমাকে সব সময় বলছে, প্র্যাকটিসের কোনও বিকল্প নেই। যত বেশি প্র্যাকটিস করবে, ততই আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আর ক্রিকেট আত্মবিশ্বাসের খেলা। যার আত্মবিশ্বাস বেশি, তার সফল হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। ওরা দু'জন আমার কাছে দাদার মতো। তাই ওদের পরামর্শ মেনে চলেছি।

ওভাল টেস্টে বেন ডাকেটকে আউট করার পর ইংরেজ ওপেনারের কাঁধে হাত দিয়ে কিছু বলেছিলেন আকাশ দীপ। যা নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। ভারতীয় পেসারের বক্তব্য, ডাকেটকে কয়েকবার আউট করেছিলাম। সেদিন কয়েকটা চার মারার পর, ডাকেট আমাকে বলেছিল, আজ আমার দিন। তুমি আমাকে আউট করতে পারবে না। তাই ওকে আউট করার পর বলেছিলাম, ইউ মিস, আই হিট। সব সময় তুমি জিতবে না। এবার আমি জিতলাম। পুরোটাই ক্রিকেটীয় স্পিরিট মেনে করেছিলাম।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও সিরিজ ২-২ ড্র করেছে ভারত। আকাশ যে তিনটে টেস্ট খেলেছেন, তার মধ্যে দু'টিতেই দল জিতেছে। তবে ওভালের জয় আকাশকে বাড়তি তৃপ্তি দিয়েছে। তিনি বলছেন, ওটা আমাদের কাছে ফাইনাল ছিল। সিরিজ বাঁচানোর জন্য জিততেই হত। শেষ দিকে পিচ সহজ হয়ে গিয়েছিল। বোলাররা বিশেষ সুবিধা পাচ্ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করেই পরিস্থিতি পালটে গেল।

পন্টিংয়ের সেরা পাঁচে নেই বিরাট

লন্ডন, ১০ অগাস্ট : বিশ্বের সর্বকালের সেরা ব্যাটারদের তালিকায় তাঁদের নামও উঠে এসেছে। অথচ অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রিকি পন্টিং তাঁদের সেরা ব্যাটারের তালিকায় রাখেননি। পন্টিংয়ের বিচারে সর্বকালের সেরা ব্যাটারের তালিকায় জায়গা হয়নি বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার। তবে দুই ভারতীয় ব্যাটার রয়েছেন। তাঁরা হলেন শচীন তেন্ডুলকর ও রাহুল দ্রাবিড়।

বিশ্বের সেরা পাঁচ ক্রিকেটার বেছে নিয়েছেন পন্টিং। সেই তালিকায় শচীন, দ্রাবিড় ছাড়া বাকি তিনজন বলেন ব্রায়ান লারা, জো রুট ও কেন উইলিয়ামসন। পাঁচজনের মধ্যে শচীন, লারা, দ্রাবিড়ের বিরুদ্ধে খেলেছেন পন্টিং। অন্যদিকে, রুট ও উইলিয়ামসন সমসাময়িক। তাঁদের খেলা দেখেছেন প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় তারকা। রোহিত, বিরাটের মতো নিজের দেশের স্টিভ স্মিথ, ম্যাথু হেডেন বা ডেভিড ওয়ার্নারকেও সেরাদের তালিকায় রাখেননি পন্টিং। তবে কেন তাঁদের রাখেননি, তার কোনও ব্যাখ্যা দেননি অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক।

এক সাক্ষাৎকারে পন্টিং বলেন, আমার দেখা সবচেয়ে প্রতিভাবান ব্যাটার লারা। অধিনায়ক হিসেবে আমার সবচেয়ে বেশি রাতের ঘুম নষ্ট হয়েছে ওর জন্য। পাশাপাশি শচীন ও দ্রাবিড়ের মতো টেকনিক আমি কারও মধ্যে দেখিনি। আমি এই তালিকায় রুট ও উইলিয়ামসনকেও রাখব। ওদের ধারাবাহিকতা দুর্দান্ত।

পন্টিং আরও দু'জনের নাম করেছেন। তাঁরা হলেন বেন স্টোকস ও জাক কালিস। প্রাক্তন ব্যাটারের মতে, কালিস ও স্টোকসকে শুধু ব্যাটারের তালিকায় ফেলা যাবে না। তবে কঠিন পরিস্থিতিতে ওদের উপর চোখ বুজে ভরসা রাখা যায়।